BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : JIHAD

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

bi read N share

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ

١٧٤٢. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَ السِّيَرِ وَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ، اِلٰى قَوْلِهٖ : وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحُدُوْدُ الطَّاعَةُ

১৭৪২. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও যুদ্ধের ফযীলত। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট থেকে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য.....এবং মুমিনদেরকে আপনি শুভ সংবাদ দেন। (৯ ঃ ১১১-১২) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حُدُوْدُ অর্থ (আল্লাহ্‌র) আনুগত্য

٢٥٩١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَالٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَالِيْدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ

২৫৯১ হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কাজ সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, 'সময় মত সালাত আদায় করা।' আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বলেন, 'এরপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।' তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি (কথা) বাড়াতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।

٢٥٩٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

২৫৯২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেরিয়ে পড়।'

٢٥٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

২৫৯৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি, তবে কি আমরা জিহাদ করব না?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে মকবুল হজ্জ।'

٢٥٩٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حَصِيْنٍ اَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

banglainternet.com

حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ ، قَالَ لاَ اَجِدُهُ ، قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهِ ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ ،

২৫৯৪ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (এরপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং (এতটুকু) আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, তা কার সাধ্য? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, 'মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।'

١٧٤٣ . بَابُ اَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ اِلٰى قَوْلِهِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

১৭৪৩ পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে সে মুমিন মুজাহিদই উত্তম, যে স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে..... এ-ই মহাসাফল্য। (৬১ ঃ ১০-১২)

২৫৯৫ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِىُّ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ

banglainternet.com

سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ ، قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ

২৫৯৫ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে কে উত্তম?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'সেই মুমিন যে পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।'

٢٥٩٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهٖ بِاَنْ يَتَوَفَّاهُ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ

২৫৯৬ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর ন্যায়। আল্লাহ্ তাআলা তার পথের মুজাহিদের জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

١٧٤٤. بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَقَالَ عُمَرُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

১৭৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং নারীর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের দু'আ। উমর (রা) বলেন, 'হে আল্লাহ্, আমাকে আপনার রাসূলের শহরে শাহাদাত নসীব করুন'।

٢٥٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَهٗ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهٗ، وَكَانَتْ اُمُّ

banglainternet.com

حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ إِسْحٰقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

২৫৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা)-এর কাছে যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খেতে দিতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন, উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাচতে থাকেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জাগলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাসির কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের কিছু লোককে আল্লাহ্র পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়। তারা এ সমুদ্রের মাঝে এমনভাবে আরোহী যেমন বাদশাহ তখতের উপর, অথবা বলেছেন, বাদশাহর মত তখ্তে উপবিষ্ট।' এ শব্দ বর্ণনায় ইসহাক (র) সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন যেন আমাকে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার মাথা রাখেন (ঘুমিয়ে পড়েন)। তারপর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার হাসার কারণ কি?' তিনি বললেন, 'আমার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহ্র পথে জিহাদরত কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়।' পরবর্তী অংশ প্রথম উক্তির মত। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন, যেন আমাকে তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যেই আছ। তারপর মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সময় উম্মে হারাম (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে যান এবং সমুদ্র থেকে যখন অবতরণ করেন তখন তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে ছিটকে পড়েন। আর এতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

banglainternet.com

١٧٤٥. بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُقَالُ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ

১৭৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। বলা হয় هٰذِهِ سَبِيْلِيْ স্ত্রীলিঙ্গ ও هٰذَا سَبِيْلِيْ পুংলিঙ্গ অর্থাৎ উভয়ই ব্যবহার হয়, আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন غُزًى –এর এক বচন হল غَازٍ এবং دَرَجَاتٌ هُمْ এর অর্থ لَهُمْ دَرَجَاتٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা

٢٥٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ ، وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِيْ اَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ ، قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ، فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْاَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ اَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ قَالَ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ وَ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ

২৫৯৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সালিহ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না ? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুলাইহ্ (র) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপর রয়েছে আরশে রহমান।

٢٥٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِيْ

banglainternet.com

دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

২৫৯৯ মূসা (র)..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।

١٧٤٦. بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

১৭৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত করা। জান্নাতে তোমাদের কারোর একটি ধনুক পরিমাণ স্থান

٢٦٠٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

২৬০০ মুআল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম।

٢٦٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ الْغَدْوَةُ اَوِ الرَّوْحَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ

২৬০১ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান, তা (পৃথিবী) থেকে উত্তম যার উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা সূর্যের উদয়াস্তের স্থান (পৃথিবী)-এর চাইতে উত্তম।

banglainternet.com

٢٦٠٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمِمَّا فِيْهَا

২৬০২ কাবীসা (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম।

١٧٤٧. بَابُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ شَدِيْدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ ، شَدِيْدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ ، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ اَنْكَحْنَاهُمْ .

১৭৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও তাদের গুণাবলী। তাদের দর্শনে দৃষ্টি স্থির থাকে না এবং তাদের চোখের মনি অতীব কালো ও চোখের সাদা অংশ অতীব শুভ্র। (এই জন্যই তাদের হুরে'ঈন বলা হয়)। وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থ --জান্নাতীদের আমি হুরে'ঈনের সাথে বিয়ে করিয়ে দিব।

٢٦٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلاَّ الشَّهِيْدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ يَسُرُّهُ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرَى قَالَ وَسَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدِهِ يَعْنِىْ سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

banglainternet.com

২৬০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহ্‌র কাছে তার সাওয়াব রয়েছে তাকে

দুনিয়াতে এর সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবে না। একমাত্র শহীদ ব্যতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। রাবী·হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীর সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু থেকে উত্তম।

١٧٤٨. بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

১৭৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা

٢٦٠٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ اُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ

২৬০৪ আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করা,, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। তারপর জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়।

٢٦٠٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ

banglainternet.com

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَهَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدُ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ اَيُّوْبُ ، اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

২৬০৫ ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব আস সাফ্‌ফার (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্‌বা দিতে গিয়ে বললেন, যায়দ (রা) পতাকা ধারণ করল এবং শহীদ হল, তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করল, সেও শহীদ হল। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করল এবং সেও শহীদ হল। এরপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) বিনা নির্দেশেই পতাকা ধারণ করল এবং সে বিজয় লাভ করল। তিনি আরো বলেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা আমাদের নিকট আনন্দদায়ক নয়। আইয়ূব (র) বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদের মাঝে জীবিত থাকুক তা তাদের নিকট আদৌ আনন্দদায়ক নয়, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।

١٧٤٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ، وَقَعَ وَجَبَ

১৭৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সওয়ারী থেকে পড়ে মারা যায়, সে জিহাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে হিজরতের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয় এবং (পথিমধ্যে) তার মৃত্যু ঘটে তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। (৪ ঃ ১০০)

٢٦٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهٖ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّيْ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقُلْتُ مَا اَضْحَكَكَ ، قَالَ اُنَاسٌ مِنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ ، يَرْكَبُوْنَ هٰذَا الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ ، كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ

banglainternet.com

مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ

২৬০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকটবর্তী একস্থানে শুয়েছিলেন, এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মাতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তার জন্য দুআ করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মত আচরণ করলেন। উম্মে হারাম (রা) আগের মতই বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মুআবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইব্ন সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় থামে। আরোহণের জন্য উম্মে হারামকে একটি সওয়ারী দেয়া হলো, তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মারা গেলেন।

١٧٥٠. بَابُ مَنْ يُنْكَبُ أَوْ يُطْعَنُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৭৫০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় আহত হলো কিংবা বর্শা বিদ্ধ হল

٢٦٠٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحٰقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ إِلٰى بَنِيْ عَامِرٍ فِيْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً فَلَمَّا قَدِمُوْا قَالَ لَهُمْ خَالِيْ أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُوْنِيْ حَتّٰى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّيْ قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوْهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَوْمَؤُا إِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ مَالُوْا عَلٰى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ إِلاَّ

banglainternet.com

رَجُلاً اَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ، قَالَ هَمَّامٌ أُرَاهُ اٰخَرَ مَعَهُ ، فَاَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَاَرْضَاهُمْ ، فَكُنَّا نَقْرَأُ اَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَ بَنِيْ لِحْيَانَ وَبَنِيْ عُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

২৬০৭ হাফ্স ইব্ন উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বানূ সুলায়মের সত্তর জন লোকের একটি দলকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বানূ আমিরের কাছে পাঠান। দলটি সেখানে পৌঁছলে আমার মামা (হারাম ইব্ন মিলহান) তাদেরকে বললেন, আমি সর্বাগ্রে বনূ আমিরের কাছে যাব। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দেয় আর আমি তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী পৌঁছাতে পারি, (তবে তো ভাল) অন্যথায় তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন। কাফিররা তাঁকে নিরাপত্তা দিল, কিন্তু তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী শুনাতে লাগলেন, সেই সময় আমির গোত্রীয়রা এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। আর সেই ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল এবং তীর শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন আল্লাহু আকবার, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। তারপর কাফিররা তার অন্যান্য সংগীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সকলকে শহীদ করল, কিন্তু একজন খোঁড়া ব্যক্তি বেঁচে গেলেন, তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। হাম্মাম (র) অতিরিক্ত উল্লেখ করেন, আমার মনে হয় তার সাথে অন্য একজন ছিলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -কে খবর দিলেন যে, প্রেরিত দলটি তাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি (রব) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের সন্তুষ্ট করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা এই আয়াতটি পাঠ করতাম, আমাদের কাওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন। পরে এ আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অবাধ্যতার দরুন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রমাগত চল্লিশ দিন রি'ল, যাকওয়ান, বানূ লিহয়ান ও বানূ উসাইয়্যার বিরুদ্ধে দুআ করেন।

٢٦٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ ، وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ ، فَقَالَ : هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

২৬০৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি (এই কবিতাটি) পড়েছিলেন ঃ هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র; তুমি তো রক্তাক্ত হয়েছ আল্লাহ্রই পথে।

banglainternet.com

١٧٥١. بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৭৫১. পরিচ্ছেদ ঃ যে মহান আল্লাহ্‌র পথে আহত হয়

٢٦٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

২৬০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আহত হলে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্‌কের সুগন্ধি ছড়াবে এবং আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে তার পথে আহত হবে।

١٧٥٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

১৭৫২ পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির অপেক্ষা করছ? (৯ ঃ ৫২) যুদ্ধ হচ্ছে বড় পানি পাত্রের ন্যায়।

٢٦١٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ ، فَزَعَمْتَ اَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ ، فَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ

২৬১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর (রাসূলুল্লাহ্) সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কিরূপ ছিল? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ বড় পানির পাত্র এবং ধন সম্পদের মত। রাসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। তারপর ভাল পরিণতি তাঁদেরই হয় (তাঁরাই পুরস্কার প্রাপ্ত হন)।

banglainternet.com

١٧٥٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً

১৭৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সংগে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩ ঃ ২৩)

٢٦١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْخُزَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا ح حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ ، وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِيْ الْمُشْرِكِيْنَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ اِنِّيْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ ، فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلَّا اُخْتُهُ بِبَنَانِهِ ، قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُرٰى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ اَشْبَاهِهِ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ، اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، وَقَالَ اِنَّ اُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمّٰى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَاَةٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ اَنَسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَرَضُوْا بِالْاَرْشِ

banglainternet.com

وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ

২৬১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ খুযায়ী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইব্‌ন নাযার (রা) বদরের যুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুশরিকদের সঙ্গে আপনি প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, আমি সে সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ্ যদি আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখতে পাবেন যে, আমি কী করি।' তারপর উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে আনাস ইব্‌ন নাযার (রা) বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ্! এরা অর্থাৎ তাঁর সাহাবীরা যা করেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কাছে ওযর পেশ করছি এবং এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করেছে তা থেকে আমি নিজেকে সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা করছি। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন, এবং সাদ ইব্‌ন মুআযের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে সাদ ইব্‌ন মুআয, (আমার কাম্য)। নাযারের রবের কসম, উহুদের দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাকে এমতাবস্থায় পেয়েছি যে, তার দেহে আশিটিরও অধিক তলোয়ার, বর্শা ও তীরের যখম রয়েছে। আমরা তাকে নিহত অবস্থায় পেলাম। মুশরিকরা তার দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তার বোন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারেনি এবং বোন তার আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিল। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা, কুরআনের এই আয়াতটি ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ الْاٰيَةَ তাঁর এবং তাঁদের মত মুমিনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আনাস (রা) আরো বলেন, রুবায়্যি' নামক তার এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙ্গে দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কিসাসের নির্দেশ দেন। আনাস (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হকসহ পাঠিয়েছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।' পরবর্তীতে তার বাদীপক্ষ কিসাসের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিতে রাযী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ্র এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা কসম করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করে দেন।'

٢٦١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ اَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ اَجِدْهَا اِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ ، الَّذِيْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

banglainternet.com

২৬১২ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করে একটি মুসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমি পেলাম না। যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পড়তে শুনেছি। একমাত্র খুযাইমা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। যার সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্থ করেছিলেন। সে আয়াতটি হলো ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। (৩৩ ঃ ২৩)

١٧٥٤. بَابُ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ انَّمَا تُقَاتِلُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ ..... بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ ،

১৭৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের আগে নেক আমল। আবু দারদা (রা) বলেন, আমল অনুসারে তোমরা জিহাদ করে থাকো। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কেন এমন কথা বল, যা তোমরা কর না? তা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অত্যন্ত অসন্তোষজনক। .....সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। (৬১ ঃ ২-৩)

٢٦١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَاتِلُ وَأُسْلِمُ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا

২৬১৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও।' তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত বরণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পেল।'

١٧٥٥. بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

১৭৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাত তীর এসে যাকে হত্যা করে

٢٦١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ ، وَهِيَ

banglainternet.com

اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ ، فَاِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ ، اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى

২৬১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে রুবায়্যি বিনতে বারা, যিনি হারিসা ইব্‌ন সুরাকার মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আপনি হারিসা (রা) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? হারিসা (রা) বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরত কাঁদতে থাকবো।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করেছে।'

١٧٥٦. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا

১৭৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা (দীন) বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে

٢٦١٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৬১৫ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করল।'

١٧٥٧. بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

banglainternet.com

১৭৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ যার দু' পা আল্লাহ্‌র পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া..... আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (৯ ঃ ১২০)

٢٦١٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْسٍ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَبْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

২৬১৬ ইসহাক (র)..... আবদুর রাহমান ইব্‌ন জাবর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার দু'পা ধুলিধূসরিত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এরূপ হয় না।'

١٧٥٨. بَابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الرَّاسِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে মাথায় লাগা ধুলি মুছে ফেলা

٢٦١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ائْتِيَا اَبَا سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَاَتَيْنَاهُ وَهُوَ اَخُوْهُ فِىْ حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَاٰنَا جَاءَ فَاحْتَبٰى وَ جَلَسَ ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مَسَحَ عَنْ رَاْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ

২৬১৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)..... ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলেছিলেন যে, তোমরা আবূ সাঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। তারপর আমরা তার কাছে গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই বাগানে পানি সেঁচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু' হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর আম্মার (রা) দু'দুটি করে বহন করছিল। সে সময় নবী

banglainternet.com

ﷺ তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছে ফেললেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে (আম্মার) (রা) তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের পথে ডাকবে।

١٧٥٩. بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ

১৭৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের পর ও ধূলাবালি লাগার পর গোসল করা

٢٦١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَ وَضَعَ السِّلاَحَ وَ اغْتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلاَحَ فَوَ اللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاَوْمَاَ اِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৬১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এসে অস্ত্র রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিব্‌রীল (আ) তাঁর কাছে এলেন, আর তাঁর মাথায় পট্টির ন্যায় ধূলি জমেছিল। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিলেন অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখনো অস্ত্র রাখিনি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোথায় যেতে হবে? তিনি বানূ কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। আয়িশা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

١٧٦٠. بَابُ فَضْلِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ، فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِلَى قَوْلِهِ وَاَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

১৭৬০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার এ বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মর্যাদা ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিযক প্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত আর আল্লাহ্ মুমিনগণের শ্রমফল নষ্ট করে দেন না। (৩ ঃ ১৬৯-১৭১)

٢٦١٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

banglainternet.com

ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلاَثِيْنَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنَسٌ اُنْزِلَ فِى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنٌ قَرَاْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

২৬১৯ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা বীরে মাউনায় শরীক সাহাবীদেরকে শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই রি'ল ও যাক্ওয়ানের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে দুআ করেছিলেন এবং উসাইয়্যা গোত্রের বিরুদ্ধেও যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বী'রে মাউনার কাছে শহীদ সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। পরে তা, মানসুখ হয়ে যায়। (আয়াতটি হলো)

بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

"তোমরা আমাদের কাওমের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"

٢٦٢٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اِصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ اٰخِرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هٰذَا فِيْهِ

২৬২০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলায় শরাব পান করেন, এরপর যুদ্ধে তারা শাহাদাত বরণ করেন। সুফিয়ান (র)-কে প্রশ্ন করা হলঃ সেই দিনের শেষ বেলায়? তিনি বললেন, এ কথাটি তাতে নেই।

١٧٦١. بَابُ ظِلِّ الْمَلاَئِكَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

১৭৬১. পরিচ্ছেদ ঃ শহীদের উপর ফিরিশ্তাদের ছায়াদান

٢٦٢١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جِئَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ اِبْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ فَلِمَ تَبْكِىْ اَوْ

banglainternet.com

فَلاَ تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيْهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ

২৬২১ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নবী ﷺ -এর কাছে অংগ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম; আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিণীর বিলাপ ধ্বনী শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে আমরের কন্যা বা ভগ্নি। তারপর নবী ﷺ বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফিরিশ্‌তারা তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি (ইমাম বুখারী (র) বলেন) সাদাকা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, (জাবির (রা)) কখনো তাও বলেছেন।

١٧٦٢. بَابُ تَمَنِّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا

১৭৬২. পরিচ্ছেদ ঃ মুজাহিদের দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা

٢٦٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

২৬২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দশবার শহীদ হয়। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

١٧٦٣. بَابُ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوْفِ ، وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى

banglainternet.com

১৭৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ তরবারীর ঝলকের নীচে জান্নাত। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, আমাদের মধ্যে যে শহীদ হলো সে জান্নাতে পৌঁছে গেল। উমর (রা) নবী ﷺ -কে বলেন, আমাদের শহীদগণ জান্নাতবাসী আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হ্যাঁ

٢٦٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ . تَابَعَهُ الْاُوَيْسِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ

২৬২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবূন নাযর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত। উয়াইসী (র) ইব্ন আবূযযিনাদ (র)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্ন উকবা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুআবিয়া ইব্ন আমর (র) আবূ ইসহাক (র)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্ন উকবা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুসরণ করেছেন।

١٧٦٤. بَابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمٰنُ بْنُ دَاوُدُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ اِمْرَاَةٍ اَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ كُلُّهُنَّ يَاْتِىْ بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ .

১৭৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান আকাংখা করে। লায়স..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশ' অথবা বলেছেন নিরান্নবই জন স্ত্রীর সাথে সংগত হব। তাদের প্রত্যেকেই একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তার একজন সাথী বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলেন নি। ফলে

banglainternet.com

একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের ﷺ -এর প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হত এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করত।

١٧٦٥. بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

১৭৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা

٢٦٢٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلٰى فَرَسٍ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا .

২৬২৪ আহমদ ইব্ন আবদুল মালেক (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। মদীনাবাসীগণ একবার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ ঘোড়ায় চড়ে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়ে বললেন, আমরা একটি সমুদ্রের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।

٢٦٢٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَتِ الْاَعْرَابُ يَسْاَلُوْنَهُ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَعْطُوْنِيْ رِدَائِيْ لَوْ كَانَ لِيْ عَدَدَ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمْ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِيْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا

২৬২৫ আবুল ইয়ামান (র)..... জুবাইর ইব্ন মুত্'ইম (রা) থেকে বর্ণিত, হুনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক সাহাবী ছিলেন। এমন সময় কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই সব কাঁটাযুক্ত গাছের সমপরিমাণ বক্রী থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে দিতাম। আর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ দেখতে পেতে না।

banglainternet.com

١٧٦٦. بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

১৭৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ কাপুরুষতা থেকে পানাহ চাওয়া

٢٦٢٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَحَدَّثْتُ بِهٖ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهٗ

২৬২৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আমর ইব্‌ন মায়মূন আউদী (র) থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেমন ছাত্রদের লেখা শিক্ষা দেন, সাদ (রা) তেমনি তাঁর সন্তানদের এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের পর এগুলো থেকে পানাহ চাইতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি ভীরুতা, অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।' রাবী বলেন, আমি মুসআব (রা) -এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٦٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

২৬২৭ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি।'

١٧٦٧. بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهٖ فِى الْحَرْبِ قَالَهُ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ

banglainternet.com

১৭৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন তার নিজের ঘটনাবলী বর্ণনা করে। আবূ উসমান (র) তা সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

٢٦٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنِّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ

২৬২৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ সাদ, মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর সঙ্গ লাভ করেছি। আমি তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। তবে তালহা (রা)-কে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٧٦٨. بَابُ وُجُوْبِ النَّفِيْرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ وَقَوْلِهِ : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا اِلٰى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ . يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ وَ يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ سَرَايَا مُتَفَرِّقِيْنَ وَ يُقَالُ وَاحِدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ

১৭৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব এবং জিহাদ ও তার নিয়্যাতের আবশ্যকতা। আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ অভিযানে বের হয়ে পড় হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায় এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে..... তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ্ জানেন (৪১ঃ৪২)। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর (৯ঃ৩৮)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ রয়েছে, فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ অর্থ হলো- বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তোমরা জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়। ثُبَاتٍ শব্দটির একবচন ثُبَةٌ অর্থ ছোট দল

banglainternet.com

٢٦٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا .

২৬২৯ আমর ইবন আলী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, 'এই বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এখন কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যখনই তোমাদের বের হওয়ার আহবান জানানো হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

١٧٦٩. بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ .

১৭৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীনের উপর অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়

٢٦٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ

২৬৩০ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন তো এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তাআলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করেছেন। ফলে সেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে।

٢٦٣١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لِي فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَاعَجَبًا لَوَبَرٍ تَدَلَّى

banglainternet.com

عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمِ ضَانٍ يَنْعٰى عَلَىَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَىَّ وَلَمْ يُهِنِّىْ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَسْهَمَ لَهُ اَوْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيْهِ السَّعِيْدِىُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ السَّعِيْدِىُّ هُوَ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ

২৬৩১ হুমায়দী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেখানে অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমাকেও (গনীমতের) অংশ দিন।' তখন সাঈদ ইবন আসের কোন এক পুত্র বলে উঠল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তাকে অংশ দিবেন না।' আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, সে তো ইব্ন কাউকালের হত্যাকারী। তা শুনে সাঈদ ইবন আসের পুত্র বললেন, দান (ضَانٍ) পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আমাদের কাছে আগত বিড়াল মাশি জন্তুটি, (সেই ব্যক্তির) কথায় আশ্চর্যবোধ করছি, সে আমাকে এমন একজন মুসলিমকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছে যাকে আল্লাহ্ তাআলা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং যার দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেননি। আব্বাস (রা) বলেন, পরে তাকে অংশ দিয়েছেন কি দেননি, তা আমাদের জানা নেই। সুফইয়ান (র) বলেন, আমাকে সাঈদী (র) তার দাদার মাধ্যমে আবূ হুরায়রা (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, সাঈদী হলেন, আমর ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইবন আস।

١٧٧٠. بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

১৭৭০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদকে সিয়ামের উপর অগ্রাধিকার দেয়

٢٦٣٢ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ لاَ يَصُوْمُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ اَجْلِ الْغَزْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ لَمْ اَرَهُ يُفْطِرُ اِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى

২৬৩২ আদম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর জীবনকালে আবূ তালহা (রা) জিহাদের কারণে সিয়াম পালন করতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্হা ব্যতীত তাকে আর কখনো সিয়াম ছেড়ে দিতে দেখিনি।

١٧٧١ . بَابُ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ

banglainternet.com

১৭৭১. পরিচ্ছেদ ঃ নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে

٢٦٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৬৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকার মৃত ব্যক্তি শহীদঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে আল্লাহ্র পথে শহীদ হলো, সে ব্যক্তি।

٢٦٣٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২৬৩৪ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহামারীতে মৃত্যু হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শাহাদাত।

١٧٧٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ : غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

১৭৭২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়..... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৪ ঃ ৯৫-৯৬)

٢٦٣٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا ، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

২৬৩৫ আবুল ওয়ালীদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ (রা)-কে ডেকে আনলেন। তিনি কোন জন্তুর একটি চওড়া হাঁড় নিয়ে আসেন এবং তাতে উক্ত আয়াতটি লিখে রাখেন। ইব্ন উম্মে মাকতুম জিহাদে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল হয়।

banglainternet.com

٢٦٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمْلٰى عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِىْ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ

২৬৩৬ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... সাহল ইব্‌ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মারওয়ান ইব্‌ন হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম। তারপর আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াত, لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (মুসলমানদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান নয়) যখন তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি যদি জিহাদে যেতে সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম।' সে সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। এরপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ আয়াতটি নাযিল করেন।

١٧٧٣. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ

٢٦٣٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى كَتَبَ فَقَرَاْتُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا

banglainternet.com

২৬৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... সালিম আবু নাযর (র) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) লিখে পাঠালেন, আর আমি এতে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা তাদের (শত্রুদের) মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

١٧٧٤. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ .

১৭৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে উদ্বুদ্ধকরণ। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ মুমিনদের জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন

٢٦٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَاِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِىْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ ، فَلَمَّا رَاٰى مَابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةْ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

২৬৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খন্দকের দিকে বের হলেন, হীম শীতল সকালে আনসার ও মুহাজিররা পরীখা খনন করছেন, আর তাদের এ কাজ করার জন্য তাদের কোন গোলাম ছিল না। যখন তিনি তাদের দেখতে পেলেন যে, তারা কষ্ট এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত, তখন বললেন, হে আল্লাহ্! সুখের জীবন আখিরাতের জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। প্রত্যুত্তরে তারা বলে উঠেনঃ আমরা সেই লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে আছি।

١٧٧٥. بَابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

১৭৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ পরীখা খনন

٢٦٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ

banglainternet.com

الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْاِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

وَالنَّبِيُّ ﷺ يُجِيْبُهُمْ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةْ ، فَبَارِكْ فِىْ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ

২৬৩৯ আবূ মা'মার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার পাশে পরীখা খনন করেছিলেন এবং তারা পিঠে করে মাটি বহন করছিলেন। আর তারা এই কবিতা আবৃত্তি করতেছিলেনঃ আমরা ইসলামের উপর মুহাম্মদের হাতে বায়আত নিয়েছি, ততদিন পর্যন্ত যতদিন আমরা বেঁচে থাকি। আর নবী ﷺ তাদের উত্তরে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। তাই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

٢٦٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُوْلُ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

২৬৪০ আবূ ওয়ালীদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না।

٢٦٤١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا تَصَدَّقْنَا ، وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا ، اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

২৬৪১ হাফস ইব্ন উমর (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি মাটি বহন করছেন। আর তাঁর পেটের শুভ্রতা মাটি ঢেকে ফেলেছে। সে সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন, (ইয়া আল্লাহ্)ঃ আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না; সাদকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। তাই আমাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। যখন আমরা শত্রু সম্মুখীন হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন। ওরা (মুশরিকরা) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তারা যখনই কোন ফিত্না সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি।

banglainternet.com

١٧٧٦. بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

১৭৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ ওযর যাকে জিহাদে যেতে বাধা দেয়

٢٦٤٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ اَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا اِلاَّ هُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ، وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوَّلُ عِنْدِيْ اَصَحُّ

২৬৪২ আহমদ ইব্ন ইউনুস ও সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক যুদ্ধে ছিলেন, তখন তিনি বললেন, কিছু লোক মদীনায় আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাঁটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, কিন্তু তারাও এতে আমাদের সঙ্গে আছে। ওযরই তাদের বাধা দিয়েছে। মূসা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন, প্রথম সনদটি আমার নিকট অধিক সহীহ।

١٧٧٧. بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদের অবস্থায় সিয়াম পালনের ফযীলত

٢٦٤٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

২৬৪৩ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ তাকে) দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

banglainternet.com

١٧٧٨. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৭৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার ফযীলত

٢٦٤٤ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَيْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَاكَ الَّذِيْ لاَ تَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

২৬৪৪ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দু'টি করে কোন জিনিস ব্যয় করবে, জান্নাতের প্রত্যেক দরজার প্রহরী তাকে আহবান করবে। (তারা বলবে), হে অমুক। এদিকে আস। আবূ বকর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! তাহলে তো তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী ﷺ বললেন, 'আমি আশা করি যে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

٢٦٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِيْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَا بِاِحْدٰاهُمَا وَثَنّٰى بِالْاُخْرٰى ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ يَاْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قُلْنَا يُوْحٰى اِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ ، ثُمَّ اَنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا اَوَ خَيْرٌ هُوَ ثَلاَثًا اِنَّ الْخَيْرَ لاَيَاْتِيْ اِلاَّ بِالْخَيْرِ وَاِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ ، حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ ، وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ لَمْ يَاْخُذْ هَا

banglainternet.com

بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ لَا يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৪৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নিয়ামতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে?' নবী ﷺ নীরব রইলেন, আমরা বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোকও এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তাকে কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ (পশুকে) ধ্বংস অথবা ধ্বংসোন্মুখ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এ পরিমাণ খায় যাতে তার ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মলমূত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চয়ই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

١٧٧٩. بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا اَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

১৭৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে আসবাবপত্র দিয়ে সাহায্য করে অথবা যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করে তার ফযীলত

٢٦٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

২৬৪৬ আবূ মা'মার (র)..... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কোন জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

٢٦٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اِنِّيْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِيَ

banglainternet.com

২৬৪৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মদীনায় উম্মে সুলাইম ব্যতীত কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না কিন্তু তাঁর সহধর্মিনীদের কথা ভিন্ন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'উম্ম সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদে শরীক হয়ে সে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই।

١٧٨٠. بَابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

১৭৮০. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

٢٦٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ اَتٰى اَنَسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَا عَمِّ مَا يَحْبِسُكَ اَنْ لاَ تَجِئَ قَالَ الْاٰنَ يَا ابْنَ اَخِيْ وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ ، يَعْنِيْ مِنَ الْحَنُوْطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِيْ الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هٰكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتّٰى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ اَقْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ

২৬৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র)..... মূসা ইব্‌ন আনাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়সের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তার উভয় উরু থেকে কাপড় সরিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করছেন। আনাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে চাচা! যুদ্ধে যাওয়া থেকে আপনাকে কিসে বিরত রাখল?' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, এখনই যাব।' এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে লাগলেন। তারপর তিনি বসলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে লোকদের পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমাদের সম্মুখ থেকে সরে পড়। যাতে আমরা শত্রুর সাথে মুখোমুখি লড়তে পারি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা কখনো এরূপ করিনি। কত খারাপ তা যা তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে অভ্যস্ত করেছ।' হাম্মাদ (র) সাবিত (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٨١. بَابُ فَضْلِ الطَّلِيْعَةِ

১৭৮১. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুদের তথ্য সংগ্রহকারী দলের ফযীলত

٢٦٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَاْتِيْنِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ

banglainternet.com

الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ

২৬৪৯ আবূ নুআইম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিবে?' যুবাইর (রা) বললেন, 'আমি আনব।' তিনি আবার বললেন, 'আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর কে এনে দিবে?' যুবায়র (রা) আবারও বললেন, 'আমি আনব।' তারপর নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই সাহায্যকারী থাকে আর আমার সাহায্যকারী যুবাইর।'

١٧٨٢. بَابُ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيْعَةُ وَحْدَهُ

১৭৮২. পরিচ্ছেদ ঃ একজন তথ্য সংগ্রহকারী পাঠানো যায় কি?

٢٦٥٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَدَبَ النَّبِىُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ اَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًّا وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ

২৬৫০ সাদাকা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ লোকদের আহবান জানালেন। সাদাকা (র) বলেন, আমার মনে হয়, এটি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। যুবাইর (রা) তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় লোকদের আহবান করলেন। এবারও কেবল যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা)।'

١٧٨٣. بَابُ سَفَرِ الْاِثْنَيْنِ

১৭৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ দু'জনের ভ্রমণ

٢٦٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ اَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمُّكُمَا اَكْبَرُكُمَا

banglainternet.com

২৬৫১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে বললেন, তোমরা আযান দিবে ও ইকামত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতী করবে।

١٧٨٤. بَابُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

٢٦٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৬৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত।

٢٦٥٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ وَابْنِ اَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ * تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ

২৬৫৩ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র)..... উরওয়া ইব্‌ন জা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে। সুলাইমান (র) শুবা (র) সূত্রে উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনায় সুলাইমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন মুসাদ্দাদ (র)..... উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) থেকে।

٢٦٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ

২৬৫৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে বরকত রয়েছে।

banglainternet.com

١٧٨٥. بَابُ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ

نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

১৭৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ অব্যাহত থাকবে নেতৃত্বদানকারী সৎ হোক অথবা সীমালংঘনকারী। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ নিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত

٢٦٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

২৬৫৫ আবূ নুআইম (র)..... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের কেশ গুচ্ছে কল্যাণ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ (আখিরাতের) পুরস্কার এবং গনীমতের মাল।

١٧٨٦. بَابُ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

১৭৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখে। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে

٢٦٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَاِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৬৫৬ আলী ইব্‌ন হাফ্‌স (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও তার যত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।

١٧٨٧. بَابُ اِسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

১৭৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়া ও গাধার নামকরণ

٢٦٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ اَبُوْ قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ اَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ

banglainternet.com

اَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اَكَلَ وَاَكَلُوْا فَنَدِمُوْا فَلَمَّا اَدْرَكُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَكَلَهَا

২৬৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বক্‌র (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বের হন। কিন্তু তিনি কয়েকজন সংগী সহ পেছনে পড়ে গেলেন। আবূ কাতাদা (রা) ব্যতীত তার সঙ্গীরা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবূ কাতাদা (রা) দেখার পূর্বে তার সঙ্গীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং তাকে চলে যেতে দেন; আবূ কাতাদা (রা) গাধাটি দেখা মাত্রই জারাদা নামক তার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন এবং ঘোড়ার চাবুকটি উঠিয়ে দিতে সঙ্গীদের বলেন; কিন্তু সঙ্গীরা অস্বীকার করলে তখন আবূ কাতাদা (রা) নিজেই চাবুকটি তুলে নেন এবং গাধাটি শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশ্‌ত আহার করেন। (সঙ্গীগণ) এতে তারা লজ্জিত হন। তারপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সাথে একটি পায়া আছে। নবী ﷺ তা নিয়ে আহার করলেন।

٢٦٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ اَللُّخَيْفُ

২৬৫৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী ﷺ-এর একটি ঘোড়া থাকত, যাকে লুহাইফ বলা হত। আর কেউ কেউ বলেছেন "লুখাইফ" খা আমর দিয়ে।

٢٦٥٩ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ يَحْيٰى بْنَ اٰدَمَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا

banglainternet.com

২৬৫৯ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উফাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুআয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক কি? এবং আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক হলো, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে।

٢٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৬৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সময় মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন। পরে তিনি বললেন, 'ভীতির কোন কারণ তো আমি দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।'

١٧٨٨. بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

১৭৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার অকল্যাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

٢٦٦١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ

২৬৬১ আবুল ইয়ামান (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি জিনিষে অকল্যাণ রয়েছেঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ীতে।

٢٦٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

banglainternet.com

২৬৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থাকে, তবে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতে।

١٧٨٩. بَابُ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً

১৭৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়া তিন প্রকার লোকের জন্য। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬ ঃ ৮)

٢٦٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا وَاٰثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ وِزْرٌ عَلٰى ذٰلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

২৬৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীর লোকের জন্য। একজনের জন্য পুরস্কার; একজনের জন্য আবরণ এবং একজনের জন্য (পাপের) বোঝা। আর যার জন্য পুরস্কার, সে হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ঘোড়া বেঁধে রাখে এবং রশি কোন চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়, আর ঘোড়াটি সে চারণভূমি বা বাগানে ঘাস খায়, তবে এর জন্য তার নেকী রয়েছে। আর ঘোড়াটি যদি রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তাহলেও তার গোবর ও পদক্ষেপ সমূহের বিনিময়ে তার জন্য নেকী রয়েছে। এমনকি ঐ ঘোড়া যদি কোন নহরে গিয়ে তা থেকে পানি পান করে, অথচ তার মালিক পানি পান করানোর ইচ্ছা করেনি, তবে এর ফলেও তার জন্য নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি অহংকার, লৌকিকতা প্রদর্শন এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে তবে তার জন্য তা (পাপের) বোঝা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার উপর আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি, ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত ছাড়া। (আল্লাহ্র বাণীঃ) কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। (৯৯ ঃ ৭-৮)

banglainternet.com

١٧٩٠. بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِى الْغَزْوِ

১৭৯০. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে যে ব্যক্তি অপরের জানোয়ারকে চাবুক মারে

٢٦٦٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىُّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِىْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ اَبُوْ عَقِيْلٍ لاَاَدْرِىْ غَزْوَةً اَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا اَنْ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّتَعَجَّلَ اِلَى اَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ قَالَ جَابِرٌ فَاَقْبَلْنَا وَاَنَا عَلٰى جَمَلٍ لِىْ اَرْمَكَ لَيْسَ فِيْهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِىْ فَبَيْنَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ قَامَ عَلَىَّ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ يَاجَابِرُ اِسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ اَتَبِيْعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِىْ طَوَائِفِ اَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ اِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِىْ نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ ، فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوْلُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَعْطُوْهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اِسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৬৬৪ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছ থেকে যা শুনেছেন, তা থেকে আমার কাছে কিছু বর্ণনা করুন। তখন জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন এক সফরে তার সঙ্গে ছিলাম। আবূ আকীল বললেন, সেটি কি জিহাদের সফর ছিল, না উমরা পালনের, তা আমার জানা নেই। আমরা যখন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা পরিজনদের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে আগ্রহী, তারা তাড়াতাড়ি যাও। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি একটি উটের পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম, সেটির দেহে কোন দাগ ছিল না এবং বর্ণ ছিল লাল-কালো মিশ্রিত। লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিল। পথিমধ্যে আমার উটটি ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়লে নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি থাম। তারপর তিনি চাবুক দিয়ে উটটিকে একটি আঘাত করলেন, আর উটটি অকস্মাৎ দ্রুত চলতে লাগল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর মদীনায় পৌঁছলে নবী ﷺ সাহাবীদের একদল সহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি আমার উটটিকে মসজিদের বালাত-এর পার্শ্বে বেঁধে রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে উটটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, উটটিতো আমারই। তারপর তিনি কয়েক উকিয়া স্বর্ণসহ এই বলে পাঠালেন যে,

banglainternet.com

এগুলো জাবিরকে দাও। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি উটের পুরা মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মূল্য এবং উট তোমারই।

١٧٩١. بَابُ الرُّكُوْبِ عَلَى دَابَّةٍ صَعْبَةٍ وَالْفُحُوْلَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّوْنَ الْفُحُوْلَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ

১৭৯১. পরিচ্ছেদ ঃ অবাধ্য পশু এবং তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করা। রাশিদ ইব্ন সাদ (র) বলেন, সালফ সালেহীন তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করতে পছন্দ করতেন। কেননা এ (শ্রেণীর) ঘোড়া অতি দ্রুতগামী ও খুব সাহসী

٢٦٦٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٍ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৬৬৫ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক সময় মদীনাতে ভীতি দেখা দিলে নবী ﷺ আবূ তালহার মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং এর উপর আরোহণ করলেন আর বললেন, আমি কোন ভীতি দেখিনি। কিন্তু ঘোড়াটি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেয়েছি।

١٧٩٢. بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْرَاذِيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَلَا يَسْهِمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ

১৭৯২. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমাতে ঘোড়ার অংশ। মালিক (র) বলেন, ঘোড়া ও বিশেষ করে তুর্কী ঘোড়ার গনীমাতে অংশ দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের আরোহণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। (১৬ ঃ ৮) একটি ঘোড়ার অধিক হলে এর কোন অংশ দেওয়া হবে না

٢٦٦٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا .

banglainternet.com

২৬৬৬ উবাইদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দু' অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

١٧٩٣. بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

১৭৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদে যে ব্যক্তি অন্যের বাহন পরিচালনা করে

٢٦٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لٰكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَ إِنَّا لَمَّا لَقِيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوْا ، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُوْنَا بِالسِّهَامِ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ إِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

২৬৬৭ কুতাইবা (র)..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বারা' ইব্‌ন আযিব (রা)-কে বলল, আপনারা কি হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ময়দানে রেখে পলায়ন করেছিলেন? বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পলায়ন করেননি। হাওয়াযিনরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা সামনা-সামনি যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করলে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া না করে গনীমাতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করল। এই সুযোগে শত্রুরা তীর বর্ষণের মাধ্যমে আমাদের আক্রমণ করে বসল। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থান ত্যাগ করেননি। আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর অটল অবস্থায় দেখেছি। আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে টানছেন; আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, 'আমি নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

١٧٩٤. بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

১৭৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ সাওয়ারীর রিকাব ও পা-দানী প্রসঙ্গে

٢٦٦٨ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

banglainternet.com

২৬৬৬ উবাইদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সাওয়ার হয়ে পা-দানীতে কদম মুবারক রাখার পর উটটি দাঁড়িয়ে গেলে যুল-হুলাইফা মসজিদের নিকট তিনি ইহরাম বেঁধে নিতেন।

١٧٩٥. بَابُ رُكُوْبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

১৭৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ

٢٦٦٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى فَرَسٍ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِيْ عُنُقِهِ سَيْفٌ

২৬৬৯ আম্‌র ইব্‌ন আওন (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গদিবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন; তাঁর কাঁধে ছিল ঝুলন্ত তলোয়ার।

١٧٩٦. بَابُ الْفَرَسِ الْقَطُوْفِ

১৭৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়া

٢٦٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَزِعُوْا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِيْ طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ اَوْ كَانَ فِيْهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يُجَارٰى

২৬৭০ আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাবাসীগণ ভীত হয়ে পড়লে নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তিনি (শহর প্রদক্ষিণ করে) ফিরে এসে বললেন, আমি তোমার ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় (দ্রুতগতি সম্পন্ন) পেয়েছি। পরবর্তীকালে ঘোড়াটিকে আর কখনো পেছনে ফেলা যেতো না।

١٧٩٧. بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

১৭৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

٢٦٧١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ

banglainternet.com

الْوَدَاعِ وَاَجْرَى مَالَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ اَجْرَى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ، قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ اَمْيَالٍ اَوْ سِتَّةٌ وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ

২৬৭১ কাবীসা (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার জন্য হাফ্‌য়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত এবং প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার জন্য সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি উক্ত প্রতিযোগিতার একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। সুফিয়ান (র) বলেন, হাফ্‌য়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

١٧٩٨. بَابُ اِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

১৭৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার প্রশিক্ষণ দান

٢٦٧٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ

২৬৭২ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন এবং এই দৌড়ের সীমানা ছিল সানিয়্যা থেকে বানূ যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র)) বলেন, اَمَدًا এর অর্থ সীমা।

١٧٩٩. بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

১৭৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার সীমা

٢٦٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَابَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لِمُوسَى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَ كَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِيْلٌ أَوْ نَحْوُهُ ، وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيْهَا

২৬৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এই প্রতিযোগিতা হাফয়া থেকে শুরু হয়েছে এবং সানিয়্যাতুল বিদায় শেষ হয়েছে। (রাবী আবূ ইসহাক (র) বলেন), আমি মূসা (র)-কে বললাম, এর দূরত্ব কী পরিমাণ হবে? তিনি বললেন, ছয় বা সাত মাইল। প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হতো সানিয়্যাতুল বিদা থেকে এবং শেষ হতো বানূ যুরাইকের মসজিদে। আমি বললাম, এর মধ্যকার দূরত্ব কত? তিনি বললেন, এক মাইল বা তার অনুরূপ। ইব্ন উমর (রা) এতে অংশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

١٨٠٠. بَابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ

১৮০০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর উষ্ট্রী প্রসঙ্গে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ উসামাকে কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর পেছনে বসান। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি

٢٦٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ

২৬৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি উষ্ট্রী ছিল যাকে আযবা বলা হত।

٢٦٧٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ ، قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

banglainternet.com

২৬৭৫ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযবা নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে পারত না। হুমাইদ (র) বলেন, কোন উষ্ট্রী তার আগে যেতে সক্ষম হতো না। একদিন এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা-এর আগে চলে গেল। এতে মুসলমানগণের মনে কষ্ট হল। এমনকি নবী ﷺ -ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, 'দুনিয়ার সবকিছুরই উত্থানের পর পতন রয়েছে।'

١٨٠١. بَابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ قَالَهُ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ

১৮০১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাদা খচ্চর। আনাস (রা) তা বর্ণনা করেছেন। আবূ হুমাইদ (র) বলেন, আয়লার শাসক নবী ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন

٢٦٧٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

২৬৭৬ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র)..... আম্‌র ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (ইন্‌তিকালের সময়) তাঁর সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামান্য ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সাদ্‌কা স্বরূপ ছেড়ে যান।

٢٦٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

২৬৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবূ উমারা। আপনারা হুনায়নের যুদ্ধে পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, না। নবী ﷺ কখনো পলায়ন করেননি। বরং অতি উৎসাহী অগ্রবর্তী কিছু লোক হাওয়াযিনদের তীর নিক্ষেপের ফলে পালিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ তাঁর সাদা খচ্চরটির উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস (রা) এর লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বলেছিলেন, 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।'

banglainternet.com

١٨٠٢. بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

১৮০২. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জিহাদ

٢٦٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِسْتَاْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهٰذَا .

২৬৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্জ।'

٢٦٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهٰذَا وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ سَاَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ

২৬৭৯ কাবীসা (র).... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর সহধর্মিনীগণ জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, (মহিলাদের জন্য) উত্তম জিহাদ হলো হজ্জ।

١٨٠٣. بَابُ غَزْوِ الْمَرْاَةِ فِى الْبَحْرِ

১৮০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সামুদ্রিক যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

٢٦٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِبْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ اَوْ مِمَّ ذٰلِكَ

banglainternet.com

فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ، وَلَسْتِ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ ، قَالَ اَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرْظَةَ ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ

২৬৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিলহানের কন্যার কাছে গেলেন এবং সেখানে তিনি বিশ্রাম করলেন। তারপর তিনি হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কেন হাসছেন?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এই সবুজ সমুদ্রে সফর করবে। তাদের দৃষ্টান্ত সিংহাসনের উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। মিলহান (রা)-এর কন্যা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্, আপনি মিলহানের কন্যাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আবার তিনি বিশ্রাম নিলেন,এরপর হেসে উঠলেন। মিলহান (রা)-এর কন্যা তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলেন অথবা বললেন, এ কেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। মিলহান (রা)-এর-কন্যা বললেন, আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে আছ, পেছনের দলে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, তারপর তিনি উবাদা ইব্ন সামিতের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সঙ্গে সমুদ্র সফর করেন। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন, তখন তা থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকে ইন্তিকাল করেন।

١٨٠٤. بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ فِى الْغَزْوِ دُوْنَ بَعْضِ نِسَائِهِ

১৮০৪. পরিচ্ছেদ ঃ কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একজনকে নিয়ে জিহাদে যাওয়া

٢٦٨١ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ كُلٌّ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِىْ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ

banglainternet.com

২৬৮১ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বাইরে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং এতে যার নাম আসত তাঁকেই নবী ﷺ সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে তিনি আমাদের মধ্যে করআর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাতে আমার নাম আসল এবং আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

١٨٠٥. بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

১৮০৫. পরিচ্ছেদঃ মহিলাদের যুদ্ধে গমন এবং পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

٢٦٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ

২৬৮২ আবূ মা'মার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে সাহাবীগণ নবী ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন আমি দেখলাম, আয়িশা বিন্‌তে আবূ বকর ও উম্মে সুলাইম (রা) তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবীগণের মুখে পানি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলেন।

١٨٠٦. بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ اِلَى النَّاسِ فِى الْغَزْوِ

১৮০৬. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মহিলাদের মশক নিয়ে লোকদের কাছে যাওয়া

٢٦٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِيْ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوْطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيْنَةِ ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا

banglainternet.com

اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْطِ هٰذَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّتِىْ عِنْدَكَ يُرِيْدُوْنَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةَ عَلِىٍّ ، فَقَالَ عُمَرُ اُمُّ سَلِيْطٍ اَحَقُّ وَاُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ تَزْفِرُ تَخِيْطُ

২৬৮৩ আবদান (র).....সা'লাবা ইব্‌ন আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) মদীনার কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে কয়েকখানা (রেশমী) চাদর বন্টন করেন। তারপর একটি ভাল চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল। তাঁর কাছে উপস্থিত একজন তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ চাদরটি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাতিন উম্মে কুলসুম বিন্‌তে আলী (রা) যিনি আপনার কাছে আছেন, তাকে দিয়ে দিন। উমর (রা) বলেন, উম্মে সালীত (রা) এই চাদরটির অধিক হক্‌দার। উম্মে সালীত (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের একজন। উমর (রা) বলেন, কেননা, উম্মে সালীত (রা) উহুদের যুদ্ধে আমাদের কাছে মশক (ভর্তি পানি) বহন করে নিয়ে আসতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, تَزْفِرُ অর্থ তিনি সেলাই করতেন।

١٨٠٧. بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحٰى فِى الْغَزْوِ

১৮০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা কর্তৃক যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা

٢٦٨٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ نَسْقِىْ وَنُدَاوِى الْجَرْحٰى ، وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৬৮৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....রুবাইয়ি' বিন্‌ত মুআব্‌বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা (যুদ্ধের ময়দানে) নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতাম। আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের পরিচর্যা করতাম এবং নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।'

١٨٠٨. بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى

১৮০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা কর্তৃক আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠান

٢٦٨٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَسْقِى الْقَوْمَ نَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ

banglainternet.com

২৬৮৫ মুসাদ্দাদ (র)..... রুবাইয়ি' বিন্‌ত মুআব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।'

١٨٠٩. بَابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

১৮০৯. পরিচ্ছেদ ঃ শরীর থেকে তীর বের করা

٢٦٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ اَبُوْ عَامِرٍ فِيْ رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ قَالَ انْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِيْ عَامِرٍ

২৬৮৬ মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক যুদ্ধে) আবূ আমিরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলো, আমি তাঁর কাছে গেলাম। আবূ আমির (রা) বললেন, এই তীরটি বের কর। তখন আমি তীরটি টেনে বের করলাম। ফলে সে স্থান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আবূ আমির উবায়দকে ক্ষমা করুন।'

١٨١٠. بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

১৮১০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধে পাহারাদারী করা

٢٦٨٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِيْ يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا ، فَقَالَ اَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ جِئْتُ لِاَحْرُسَكَ ، وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ

২৬৮৭ ইসমাঈল ইব্‌ন খলীল (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে কাটান। তারপর তিনি যখন মদীনায় এলেন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ

banglainternet.com

শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? লোকটি বলল, আমি সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তারপর নবী ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٦٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ وَزَادَ لَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ ، طُوْبٰى لِعَبْدٍ أَخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ، فَتَعْسًا كَأَنَّهُ يَقُوْلُ فَأَتْعَسَهُمُ اللّٰهُ خَيَّبَهُمُ اللّٰهُ ، طُوْبٰى فُعْلٰى مِنْ كُلِّ شَيْئٍ طَيِّبٍ وَهِيَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيْبُ

২৬৮৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এই হাদীসটির সনদ ইসরাঈল এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুহাদা, আবূ হুসাইনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌছাননি। আর আমর, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আমাদেরকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাটা বিদ্ধ হলে তা কেউ তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার

banglainternet.com

সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। فَتَعْسًا বলা হয় فَاَتْعَسَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের অপমানিত করুক। طُوْبٰى অর্থ উত্তম।.... فُعْلٰى এর কাঠামোতে গঠিত। মূলত ঃ طِيْبٰى ছিল। ياء কে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে

١٨١١. بَابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِى الْغَزْوِ

১৮১১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে খেদমতের ফযীলত

٢٦٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْ اَنَسٍ ، قَالَ جَرِيْرٌ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لاَ اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلاَّ اَكْرَمْتُهُ

২৬৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আরআরা (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক) সফরে আমি জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমার খেদমত করতেন। অথচ তিনি আনাস (রা)-এর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। জারীর (রা) বলেন, আমি আন্‌সারদের এমন কিছু কাজ দেখেছি, যার ফলে তাদের কাউকে পেলেই সম্মান করি।

٢٦٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ اَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَالَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ اِبْرَاهِيْمَ مَكَّةَ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا

২৬৯০ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে গিয়েছিলাম আর আমি তাঁর খেদমত করছিলাম। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে ফিরলেন এবং উহুদ পাহাড় তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি বললেন, 'এই পাহাড় আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।' তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! ইব্‌রাহীম (আ) যেমন মক্কাকে হারাম (সম্মানিত স্থান) বানিয়েছিলেন, তেমনি আমিও এ দুই কংকরময় ময়দানের মধ্যবর্তী স্থান (মদীনা)-কে হারাম বলে ঘোষণা করছি। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান করুন।'

banglainternet.com

٢٦٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِيْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوْا فَلَمْ يَعْمَلُوْا شَيْئًا ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوْا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوْا وَعَالَجُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ

২৬৯১ সুলায়মান ইব্ন দাউদ আবূ রাবী' (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ছায়াই ছিল সর্বাধিক যে তার চাদর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করছিল। তাই যারা সিয়াম পালন করছিল তারা কোন কাজই করতে পারছিল না। যারা সিয়াম রত ছিল না, তারা উটের তত্ত্বাবধান করছিল, খেদমতের দায়িত্ব পালন করছিল এবং পরিশ্রমের কাজ করছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'যারা সাওম পালন করে নি তারাই আজ অধিক সাওয়াব হাসিল করল।'

١٨١٢. بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

১৮১২. পরিচ্ছেদ ঃ সফর-সঙ্গীর আসবাবপত্র বহনকারীর ফযীলত

٢٦٩٢ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلاَمٰى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

২৬৯২ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর প্রতিদিন একটি করে সাদ্কা রয়েছে। কোন লোককে তার সাওয়ারীর উপর উঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, অথবা তার মাল-সরঞ্জাম তুলে দেওয়া সাদ্কা। উত্তম কথা বলা ও সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদ্কা এবং (পথিককে) রাস্তা বাতলিয়ে দেওয়া সাদ্কা।'

١٨١٣. بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا الْاٰيَةَ

banglainternet.com

১৮১৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে একদিন প্রহরারত থাকার ফযীলত। মহান আল্লাহর বাণীঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, অপরকেও ধৈর্যে উৎসাহিত কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ২০০)

٢٦٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

২৬৯৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনীর (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সায়ি'দী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চাইতে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুর চাইতে উত্তম। আল্লাহ্‌র পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চাইতে উত্তম।'

١٨١٤. بَابُ مَنْ غَزَا بِصَبِىٍّ لِلْخِدْمَةِ

১৮১৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে যে ব্যক্তি খেদমতের জন্য কিশোর নিয়ে যায়

٢٦٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِاُمِّىْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِىْ حَتّٰى اَخْرُجَ اِلٰى خَيْبَرَ ، فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ مُرْدِفِىْ وَاَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ ، فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى اِذَا

banglainternet.com

بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّيْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

২৬৯৪ কুতাইবা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবূ তালহাকে বলেন, তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। তারপর আবূ তালহা (রা) আমাকে তার সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দু'আ পড়তে শুনতামঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।' পরে আমরা খায়বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্গের উপর বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর কাছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদ্দুস্ সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সাফিয়্যা (রা) হায়েয থেকে পবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। এরপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হায়সা' (এক প্রকার খাদ্য) প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাফিয়্যার বিয়ের ওয়ালিমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পেছনে চাদর দিয়ে সাফিয়্যাকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়্যা (রা) তাঁর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পাহাড় যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, এই কঙ্করময় দু'টি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে 'হারাম' (সম্মানিত স্থান) ঘোষণা করেছিলেন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করুন।'

banglainternet.com

١٨١٥. بَابُ رُكُوْبِ الْبَحْرِ

১৮১৫. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্র সফর

٢٦٩٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ حَرَامٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِيْ بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُضْحِكُكَ ، قَالَ عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ اُمَّتِيْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ اَنْتِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَيَقُوْلُ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا اِلَى الْغَزْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا ، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا

২৬৯৫ আবূ নুমান (রা)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন নবী ﷺ তার বাড়ীতে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। উম্মে হারাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন, আমি আমার উম্মাতের একদলের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি, তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাহদের মত সমুদ্র সফর করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। তারপর তিনি আবার ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জেগে উঠেন। আর তিনি দু'বার অথবা তিনবার অনুরূপ বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাদের অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছ। পরে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে নিয়ে জিহাদে বের হন। যখন তিনি তাঁর আরোহণের জন্য একটি সাওয়ারীর জানোয়ারের নিকটবর্তী করা হল। কিন্তু তিনি তা থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়।

١٨١٦. بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِيْ قَيْصَرُ سَاَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَزَعَمْتَ ضُعَفَاءُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ

banglainternet.com

১৮১৬. পরিচ্ছেদ ঃ দুর্বল ও সৎলোকদের উসিলায় যুদ্ধে সাহায্য চাওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, আবূ সুফিয়ান (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রোম সম্রাট কায়সার আমাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তাঁর অনুসরণ করছে প্রভাবশালী লোক, না তাদের মধ্যে দুর্বলরা? তুমি বলছ যে, তাদের মধ্যকার দুর্বলরা–এরাই রাসূলদের অনুসারী হয়

٢٦٩٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ رَأَى سَعْدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

২৬৯৬ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র).....মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সা'দ (রা)-এর ধারণা ছিল অন্যদের চাইতে তাঁর মর্যাদা বেশী। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তোমরা দুর্বলদের উসিলায়ই সাহায্য ও রিয্ক প্রাপ্ত হচ্ছো।'

٢٦٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاتِيْ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْتِيْ زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ

২৬৯৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী ﷺ -এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের সহচরদের (তাবেঈন) মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ, তারপর তাদের বিজয় দান করা হবে। তারপর এক যুগ এমন আসবে যে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবে–তাবেঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরও বিজয় দান করা হবে।'

١٨١٧. بَابُ لاَ يَقُوْلُ فُلاَنٌ شَهِيْدٌ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ

banglainternet.com

১৮১৭. পরিচ্ছেদ ঃ অমুক ব্যক্তি শহীদ তা বলবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে কে জিহাদ করছে, তা তিনিই ভাল জানেন এবং কে তাঁর পথে আহত হয়েছে আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত আছেন

٢٦٩٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْتَقٰى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهٖ وَمَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَفِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً اِلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهٖ فَقَالَ مَا اَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَاَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ ، فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلٰى سَيْفِهٖ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهٖ فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهٖ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ فِى الْاَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

২৬৯৮ কুতাইবা (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুশ্‌রিকদের মধ্যে মুকাবিলা হয় এবং উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ নিজ সৈন্যদলের কাছে ফিরে এলেন, মুশ্‌রিকরাও নিজ সৈন্যদলে ফিরে গেল। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সংগীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে কোন মুশ্‌রিককে একাকী দেখলেই তার পশ্চাদ্ধাবন করত এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করত। বর্ণনাকারী (সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)) বলেন, আজ আমাদের কেউ

banglainternet.com

অমুকের মত যুদ্ধ করতে পারেনি। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তো জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমি তার সঙ্গী হব। তারপর তিনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়াতেন এবং সে দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন। তিনি বললেন, এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল। এক সময় তলোয়ারের বাট মাটিতে রাখল এবং এর তীক্ষ্ণ দিক বুকে চেপে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী হবে। তা শুনে সাহাবীগণ বিষয়টিকে অস্বাভাবিক মনে করলেন। আমি তাদের বললাম যে, আমি লোকটির সম্পর্কে খবর তোমাদের জানাব। তারপর আমি তার পিছু পিছু বের হলাম এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং সে শীঘ্রই মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তারপর তার তলোয়ারের বাট মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণধার বুকে চেপে ধরল এবং তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, 'মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোন ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী হয় এবং অনুরূপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোন ব্যক্তি জাহান্নামীর মত আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।'

١٨١٨. بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الرَّمْيِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

১৮১৮. পরিচ্ছেদ ঃ তীরান্দাজীর প্রতি উৎসাহিত করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। (৮ ঃ ৬০)

٢٦٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ مِنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمُوْا بَنِيْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ قَالُوْا كَيْفَ نَرْمِيْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمُوْا فَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

২৬৯৯ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরান্দাজীর অনুশীলন করছিল। নবী ﷺ বললেন, হে বানূ ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ

banglainternet.com

তীরান্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে দু'দলের একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কেমন করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন ? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি।

٢٧٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَكْثَبُوْكُمْ يَعْنِىْ اَكْثَرُوْكُمْ

২৭০০ আবূ নু'আঈম (র).....আবূ উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন বলেছেন, আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিলাম এবং কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন নবী ﷺ আমাদের বললেন, যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে। আবূ আব্দুল্লাহ (র) বলেন اَكْثَبُوْكُمْ এর অর্থ যখন অধিক সংখ্যক সমবেত হয়।

١٨١٩. بَابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا

১৮১৯. পরিচ্ছেদ ঃ বর্শা বা অনুরূপ সরঞ্জাম দ্বারা খেলা করা

٢٧٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَاَهْوٰى اِلَى الْحَصٰى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ ، وَزَادَ عَلِىٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِى الْمَسْجِدِ

২৭০১ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, একদা একদল হাব্শী লোক নবী ﷺ-এর কাছে বর্শা নিয়ে খেলা করছিলেন। এমন সময় উমর (রা) সেখানে এলেন এবং হাতে কঙ্কর তুলে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদের করতে দাও। আলী..... মা'মার (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, (এ ঘটনা) মসজিদে ঘটেছিল।

banglainternet.com

١٨٢٠. بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

১৮২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঢালের বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ঢাল ব্যবহার করে

٢٧٠٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ ، وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ اِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ اِلٰى مَوْضِعِ نَبْلِهِ

২৭০২ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তাল্হা (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই ঢাল ব্যবহার করেছেন। আর আবূ তালহা (রা) ছিলেন একজন ভাল তীরন্দাজ। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন নবী ﷺ মাথা উঁচু করে তীর যে স্থানে পড়ত তা লক্ষ্য রাখতেন।

٢٧٠٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ ، وَاُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمُ

২৭০৩ সাঈদ ইব্ন উফাইর (র).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুদ্ধের ময়দানে যখন নবী ﷺ-এর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল ও তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন আলী (রা) ঢালে করে ভরে ভরে পানি আনতেন এবং ফাতিমা (রা) ক্ষতস্থান ধুতে ছিলেন। যখন ফাতিমা (রা) দেখলেন যে, পানির চাইতে রক্তক্ষরণ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন একখানা চাটাই নিয়ে তা পোড়ালেন এবং তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন, তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

٢٧٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

banglainternet.com

২৭০৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনূ নযীরের সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে 'ফায়' হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে নবী ﷺ তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

١٨٢١. بَابٌ

১৮২১. পরিচ্ছেদ

٢٧٠٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّيْ رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ

২৭০৫ কাবীসা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে সা'দ (রা) ব্যতীত আর কারো জন্যও তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করার কথা বলতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, 'তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ (ফিদা) হোক।'

١٨٢٢. بَابُ الدَّرَقِ

১৮২২. পরিচ্ছেদ ঃ চামড়ার ঢাল প্রসঙ্গে

٢٧٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا ، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا قَالَ لِيْ اَتَشْتَهِيْنَ اَنْ تَنْظُرِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَاَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلٰى خَدِّهِ وَيَقُوْلُ دُوْنَكُمْ بَنِيْ اَرْفِدَةَ ،

banglainternet.com

حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَاذْهَبِىْ قَالَ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَلَمَّا غَفَلَ

২৭০৬ ইসমাঈল (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন। সে সময় দু'টি বালিকা বু'আস যুদ্ধ সম্পর্কীয় গৌরবগাঁথা গাইছিল। তিনি এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবূ বকর (রা) এলেন এবং আমাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে শয়তানের বাদ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ফিরে বললেন, ওদের ছেড়ে দাও। তারপর যখন তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি বালিকা দু'টিকে (হাত দিয়ে) খোঁচা দিলাম। আর তারা বেরিয়ে গেল। আয়িশা (রা) বলেন, ঈদের দিনে হাবশী লোকেরা ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিলাম কিংবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বানূ আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এখন যাও। আহমদ (র) ইবন ওয়াহব (র) সূত্রে বলেন, তিনি যখন অন্য মনস্ক হলেন।

١٨٢٣. بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

১৮২৩. পরিচ্ছেদ ঃ খাপ এবং কাঁধে তরবারী ঝুলান

٢٧٠٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ ، وَاَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ وَفِىْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ قَالَ اِنَّهُ لَبَحْرٌ

২৭০৭ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সকল লোকের চাইতে সুন্দর ও সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনার লোকেরা আতংকিত হয়ে উত্থিত শব্দের দিকে বের হলো। তখন নবী ﷺ তাদের সামনে এলেন এমন অবস্থায় যে, তিনি শব্দের যথার্থতা অন্বেষণ করে ফেলেছেন। তিনি আবূ তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তার কাঁধে তরবারী ঝুলান ছিল।। তিনি বলছিলেন, তোমরা ভীত হয়ো না। তারপর তিনি বললেন, আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় গতিশীল পেয়েছি, অথবা তিনি বললেন, এটি সমুদ্র অর্থাৎ অতি বেগবান।

١٨٢٤. بَابُ حِلْيَةِ السُّيُوْفِ

banglainternet.com

১৮২৪. পরিচ্ছেদ ঃ তলোয়ারে সোনা রূপার কাজ

٢٧٠٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ : لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمُ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ اِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلاَبِىُّ وَالْاَنُكَ وَالْحَدِيْدَ

২৭০৮ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই সব বিজয় এমন সব লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যাদের তলোয়ার স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত ছিল না, বরং তাদের তলোয়ার ছিল উটের গর্দানের চামড়া এবং লৌহ কারুকার্য মণ্ডিত।

١٨٢٥. بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِى السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

১৮২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় তলোয়ার গাছে ঝুলিয়ে রাখা

٢٧٠٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سِنَانُ بْنُ اَبِىْ سِنَانِ الدُّؤَلِىُّ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ ، فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا ، وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِىٌّ ، فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَىَّ سَيْفِىْ وَاَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِىْ يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّىْ فَقُلْتُ اللّٰهُ اَللّٰهُ ثَلاَثًا ، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ وَرَوَى مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ هِشَامٌ السَّيْفُ لَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

banglainternet.com

২৭০৯ আবূল ইয়ামান (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে নাজদের দিকে কোন এক যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। নবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সঙ্গে

প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যখন কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজীতে ঢাকা এক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের দিবা বিশ্রামের সময় এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে অবতরণ করেন। লোকেরা ছায়ার আশ্রয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ডাকতে লাগলেন। দেখলাম তাঁর পার্শ্বে একজন গ্রাম্য আরব। তিনি বললেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমারই তরবারী আমারই উপর বের করে ধরেছে। জেগে উঠে দেখতে পেলাম যে, তার হাতে খোলা তরবারী। সে বলল, আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে, আমি বললাম, আল্লাহ! আল্লাহ! তিনবার। এবং তার উপর তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি, অথচ সে সেখানে বসে আছে।

١٨٢٦. بَابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

১৮২৬. পরিচ্ছেদ ঃ শিরস্ত্রাণ পরিধান করা

٢٧١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ، فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِىٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ اَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيْدُ اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ حَصِيْرًا فَاَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ اَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ -

২৭১০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)..... সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর মুখমণ্ডল আহত হল এবং তাঁর সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর মাথার শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে গেল। ফাতিমা (রা) রক্ত ধুইতে ছিলেন আর আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ বাড়ছেই, তখন একটি চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে ছাই করলেন এবং তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হল।

١٨٢٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلاَحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৮২৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো মৃত্যুর সময় তার অস্ত্র ধ্বংস করা যারা পছন্দ করে না

٢٧١١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

banglainternet.com

২৭১১ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র).....আমর ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুই রেখে যাননি, শুধু তাঁর অস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর ও একখণ্ড জমি, যা তিনি সাদ্‌কা করে গিয়েছিলেন।

١٨٢٨. بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْاِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْاِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

১৮২৮. পরিচ্ছেদ ঃ দুপুরের বিশ্রামের সময় লোকজনের ইমাম থেকে পৃথক হওয়া এবং বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করা

٢٧١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ اَبِيْ سِنَانٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ جَابِرًا اَخْبَرَهُمَا - ح وَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِيْ سِنَانِ الدُّؤَلِيِّ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ

২৭১২ আবুল ইয়ামান ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের দুপুরের বিশ্রামের সময় হল এমন একটি উপত্যকায় যাতে কাঁটাযুক্ত প্রচুর বৃক্ষ ছিল। লোকেরা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজির ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আর নবী ﷺ একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং একটি বৃক্ষে তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি জেগে উঠলেন এবং হঠাৎ তাঁর পার্শ্বে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক, অথচ তিনি তার সম্পর্কে টের পাননি। তখন নবী ﷺ বললেন, এই লোকটি হঠাৎ আমার তরবারীটি উঁচিয়ে বলল, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ! তখন সে লোক তলোয়ারটি কোষবদ্ধ করল। আর এই সে লোক, এখানে বসা, কিন্তু তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি।

١٨٢٩. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ الرِّمَاحِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلٰى مَنْ خَالَفَ اَمْرِيْ

banglainternet.com

১৮২৯. পরিচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, তীরের ছায়াতলে আমার রিয্ক রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত

٢٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا ، فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضٌ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ فِى الْحِمَارِ الْوَحْشِىِّ مِثْلُ حَدِيْثِ اَبِى النَّضْرِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ

২৭১৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংগে ছিলেন। মক্কার পথে কোন এক স্থানে পৌঁছার পর আবূ কাতাদা (রা) কতিপয় সঙ্গীসহ তাঁর পেছনে রয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায় আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। এ সময় তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পান এবং (তা শিকারের উদ্দেশ্যে) তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের তাঁর চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলেন; কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার তিনি তাঁর বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নিলেন। এরপর গাধাটির উপর আক্রমণ চালালেন এবং তাকে হত্যা করলেন। সাথীরা কেউ কেউ এর গোশ্ত খেলেন এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এটি একটি আহার্য বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আহারের জন্য দিয়েছেন। যায়িদ ইবন আসলাম (র) আবূ কাতাদা (রা) থেকে আবূ নাযর (রা)-এর অনুরূপ বন্য গাধা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথে তার কিছু গোশ্ত আছে কি?

banglainternet.com

١٨٣٠. بَابُ مَا قِيْلَ فِىْ دِرْعِ النَّبِىِّ ﷺ وَالْقَمِيْصِ فِى الْحَرْبِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

১৮৩০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বর্ম এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাঁর জামা সম্পর্কিত। নবী ﷺ বলেন, খালিদ (ইব্ন ওয়ালিদ) তো তাঁর বর্মগুলো আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের জন্য) ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে

٢٧١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ، وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَوْمَ بَدْرٍ

২৭১৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরের দিন একটি গুম্বুজরাজি তাঁবুতে অবস্থান কালে দু'আ করছিলেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না।' এ সময় আবূ বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বার বার মিনতির সঙ্গে আপনার রবের কাছে দু'আ করেছেন।' সে সময় নবী ﷺ বর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করতে করতে বেরিয়ে এলেন ঃ শীঘ্রই দুশমনরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অধিকন্তু কিয়ামত শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ ঃ ৪৫. ৪৬) ওহাইব (র) বলেন, খালিদ (র) বলেছেন, 'বদরের দিন'।

٢٧١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِىٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ وَقَالَ مُعَلّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ وَقَالَ يَعْلٰى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيْدٍ

banglainternet.com

২৭১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ইনতিকালের সময় তাঁর বর্মটি ত্রিশ সা'-এর বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। মুআল্লা আবদুল ওয়াহিদ (র) সূত্রে আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর ইয়ালা (র) আমাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্মটি ছিল লোহার।

٢٧١٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا ، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّىَ اَثَرَهُ ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ ، فَسَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : فَيَجْهَدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ

২৭১৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু' ব্যক্তির ন্যায়, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত। বর্ম দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কব্জায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হাত কণ্ঠের সাথে লেগে যায়। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রসারিত করতে পারে না।

١٨٣١. بَابُ الْجُبَّةِ فِى السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

১৮৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সফর এবং যুদ্ধে জোব্বা পরিধান করা

٢٧١٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُهُ بِمَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ

banglainternet.com

يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ

২৭১৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (প্রাকৃতিক) হাজত পূরণের জন্য গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা দিয়ে উযূ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল শামী (সিরিয়া) জোব্বা। তিনি কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিনি জামার আস্তিন গুটিয়ে দু'টি হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন দু'টি ছিল খুবই আঁটসাঁট। তাই তিনি ভেতর দিক দিয়ে হাত বের করে উভয় হাত ধুলেন এবং মাথা মসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

١٨٣٢. بَابُ الْحَرِيْرِ فِى الْحَرْبِ

১৮৩২. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে রেশমী কাপড় পরিধান করা

٢٧١٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِىْ قَمِيْصٍ مِنْ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

২৭১৮ আহ্‌মদ ইব্‌ন মিকদাম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ও যুবায়র (রা)-কে তাদের শরীরে চুলকানি থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٧١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِى الْقَمْلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِى الْحَرِيْرِ ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِىْ غَزَاةٍ

২৭১৯ আবুল ওয়ালিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ও যুবায়র (রা) নবী ﷺ -এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের রেশমী পোষাক পরিধানের অনুমতি দেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধে তাদের শরীরে তা দেখেছি।

banglainternet.com

٢٧٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ اَخْبَرَنِىْ قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِىْ حَرِيْرٍ

২৭২০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ ও যুবায়র ইব্‌নুল আওয়ামকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দেন।

٢٧٢١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَخَّصَ اَوْ رُخِّصَ لَهَا لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا

২৭২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, শরীরে চুলকানীর জন্য তাদের দু'জনকে (আবদুর রাহমান ও যুবায়র) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

١٨٣٣. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِى السِّكِّيْنِ

১৮৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ছুরি সম্পর্কে বর্ণনা

٢٧٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَاْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِىَ اِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ - حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ، وَزَادَ فَاَلْقَى السِّكِّيْنَ

২৭২২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....আমর ইব্‌ন উমায়্যা যামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (বকরীর) বাহু থেকে কেটে কেটে খেতে দেখেছি। তারপর তাঁকে সালাতের জন্য ডাকা হলে তিনি সালাত আদায় করলেন; কিন্তু তিনি উযূ করেননি। আবুল ইয়ামান (র) শুয়াইব সূত্রে যুহরী (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ছুরি রেখে দিলেন।

١٨٣٤. بَابُ مَا قِيْلَ فِىْ قِتَالِ الرُّوْمِ

banglainternet.com

১৮৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ রোমকদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে

٢٧٢٣ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتٰى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِيْ سَاحَلِ حِمْصَ وَهُوَ فِيْ بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ اُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا اُمُّ حَرَامٍ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ اُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ اَوْجَبُوْا قَالَتْ اُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا فِيْهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ اُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ فَقُلْتُ اَنَا فِيْهِمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا

২৭২৩ ইসহাক ইব্ন ইয়াযীদ দিমাশকী (র).....উমাইর ইব্নু আসওয়াদ আনসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর কাছে আসলেন। তখন উবাদা (রা) হিম্স উপকূলে তাঁর একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন উম্মে হারাম। উমাইর (র) বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্যে প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি কি তাদের মধ্যে হবো? তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে হবে। উম্মে হারাম (রা) বলেন, তারপর নবী ﷺ বললেন, আমার উম্মাতের প্রথম যে দলটি কায়সার (রোমক সম্রাট) এর রাজধানী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি কি তাদের মধ্যে হবো?' নবী ﷺ বললেন, 'না।'

١٨٣٥. بَابُ قِتَالِ الْيَهُوْدِ

১৮৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُوْنَ الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ اَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ

২৭২৪ ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ফারবী (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে তাহলে পাথরও বলবে, 'হে আল্লাহ্র বান্দা, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

banglainternet.com

٢٧٢٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُوْدِىُّ ، يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَائِى فَاقْتُلْهُ

২৭২৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম, আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর।'

١٨٣٦. بَابُ قِتَالِ التُّرْكِ

১৮৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ ، وَاِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

২৭২৬ আবূ নুমান (র).....আমর ইব্ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের একটি এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা পশমের জুতা পরিধান করবে। কিয়ামতের আর একটি আলামত এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখ হবে চওড়া, যেন তাদের মুখমণ্ডল পিটানো চামড়ার ঢাল।

٢٧٢٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ ، صِغَارَ الْاَعْيُنِ ، حُمْرَ الْوُجُوْهِ ، ذُلْفَ الْاُنُوْفِ ، كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

banglainternet.com

২৭২৭ সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্‌টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।

١٨٣٧. بَابُ قِتَالِ الَّذِيْنَ يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ

১৮৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

٢٧٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ، قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيْهِ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، صِغَارَ الْاَعْيُنِ ، ذُلْفَ الْاَنُوْفِ ، كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

২৭২৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে পিটানো চামড়ার ঢালের ন্যায়। সুফিয়ান (র) বলেন, আ'রাজ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আবূযযিনাদ এই রেওয়ায়তে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন; তাদের চোখ হবে ছোট, নাক হবে চেপ্টা, তাদের চেহারা যেন পিটানো ঢালের ন্যায়।

١٨٣٨. بَابُ مَنْ صَفَّ اَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيْمَةِ ، وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ

১৮৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পরাজয়ের সময় সঙ্গীদের সারিবদ্ধ করা, নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করা ও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা

٢٧٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْجَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، وَسَاَلَهُ رَجُلٌ اَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا اَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ لاَ وَاللّٰهِ ، مَا وَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهِ

banglainternet.com

وَاَخْفَافُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ فَاَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِيْ نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ ، فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِؤُنَ ، فَاَقْبَلُوْا هُنَالِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ، ثُمَّ قَالَ : اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ ، اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ، ثُمَّ صَفَّ اَصْحَابَهُ

২৭২৯ আম্‌র ইব্‌ন খালিদ (র).....বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ উমারা! হুনায়নের যুদ্ধে আপনারা কি পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পলায়ন করেননি। বরং তাঁর কিছু সংখ্যক নওজোয়ান সাহাবী হাতিয়ার বিহীন অবস্থায় অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বানূ হাওয়াযিন ও বানূ নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরান্দাজদের সম্মুখীন হন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তারা এদের প্রতি এমনভাবে তীর বর্ষণ করল যে, তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয়নি। সেখান থেকে তারা নবী ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তখন তাঁর শ্বেত খচ্চরটির পিঠে ছিলেন এবং তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব তাঁর লাগাম ধরে ছিলেন। তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি নবী, এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। এরপর তিনি সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন।

١٨٣٩. بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِالْهَزِيْمَةِ وَالزِّلْزِلَةِ

১৮৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের পরাজয় ও পর্যুদস্ত করার দু'আ

٢٧٣٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ، شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ

২৭৩০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুআ করেন, 'আল্লাহ্ তাদের (মুশরিকদের) ঘর ও কবর আগুনে পূর্ণ করুন। কেননা তারা আসরের সালাত থেকে আমাদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।'

٢٧٣١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ فِي الْقُنُوْتِ : اَللّٰهُمَّ

banglainternet.com

اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، اَللّٰهُمَّ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ

২৭৩১ কাবীসা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কুনূতে নাযিলায় এই দুআ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইব্ন হিশামকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ! আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ-কে নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ্! দুর্বল মু-মিনদের নাজাত দিন। ইয়া আল্লাহ মুযার গোত্রকে সমূলে ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! (মুশরিকদের উপর) ইউসুফ (আ)-এর সময়কালীন দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।'

٢٧٣٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُ

২৭৩২ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)....আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাবের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দুআ করেছিলেন যে, হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! তাদের সকল দলকে পরাজিত কর। ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের পরাভূত করুন এবং পর্যুদস্ত করুন।'

٢٧٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَاَرْسَلُوْا فَجَاؤُا مِنْ سَلَاهَا وَطَرَحُوْهُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ فِىْ قَلِيْبِ بَدْرٍ قَتْلَى ، قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ

banglainternet.com

وَنَسِيْتُ السَّابِعَ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يُوْسُفُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ اُمَيَّةُ اَوْ اُبَىٌّ وَالصَّحِيْحُ اُمَيَّةُ

২৭৩৩ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ শায়বা (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কাবার ছায়ায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবূ জাহ্ল ও কুরায়েশদের কিছু লোক পরামর্শ করে। সেই সময় মক্কার বাইরে একটি উট যবেহ হয়েছিল। কুরায়শরা একজন পাঠিয়ে সেখান থেকে এর গর্ভথলি নিয়ে এলো এবং তারা নবী ﷺ -এর পিঠে ঢেলে দিল। তারপর ফাতিমা (রা) এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এই সময় নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শদের ধ্বংস করুন। অর্থাৎ আবূ জাহ্ল, ইব্ন হিশাম, উতবা ইব্ন রবী'আ, শায়বা ইব্ন রবীআ', ওয়ালীদ ইব্ন উতবা, উবাই ইব্ন খাল্ফ এবং উকবা ইব্ন আবী মু'আইত (তাদের ধ্বংস করুন)। আবদুল্লাহ (র) বলেন, এরপর আমি তাদের সকলকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূপে নিহত দেখেছি। আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। শুবা (র) বলেন, উমাইয়া অথবা উবাই। তবে সহীহ হলো উমাইয়া। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইউসুফ ইব্ন আবূ ইসহাক (র) আবূ ইসহাক (র) সূত্রে উমাইয়া ইব্ন খালফ।

٢٧٣٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْيَهُوْدَ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنَتْهُمْ فَقَالَ مَالَكِ قَالَتْ اَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ، قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

২৭৩৪ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একদিন কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল এবং বলল, তোমার মৃত্যু ঘটুক। (তা শুনে) আয়িশা (রা) তাদের অভিশাপ দিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেলেন, তোমার কী হলো? আয়িশা (রা) বললেন, তারা কী বলেছে, আপনি কি তা শুনেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যে বলেছি, তোমাদের উপর, তা কি তুমি শোননি?

١٨٤٠. بَابُ هَلْ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ اَهْلَ الْكِتَابِ اَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

১৮৪০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিম ব্যক্তি কি আহলে কিতাবকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা তাদের কুরআন শিক্ষা দিবে?

٢٧٣٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ

banglainternet.com

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ وَقَالَ : فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ

২৭৩৫ ইসহাক (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারের কাছে চিঠি লিখেছিলেন এবং এতে বলেছিলেন, যদি তুমি এই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে প্রজাদের পাপের বোঝা তোমারই উপর বর্তাবে।

١٨٤١. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ بِالْهُدٰى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

১৮৪১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ, যাতে তাদের মন আকৃষ্ট হয়

٢٧٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِىُّ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَاْتِ بِهِمْ

২৭৩৬ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফাইল ইব্ন আম্র দাওসী ও তাঁর সঙ্গীরা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাওস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে অবাধ্য হয়েছে ও অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন।' তারপর বলা হলো, দাওস গোত্র ধ্বংস হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদের (ইসলামে) নিয়ে আসুন।'

١٨٤٢. بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُوْدِىِّ وَالنَّصْرَانِىِّ، وَعَلٰى مَا يُقَاتَلُوْنَ عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

১৮৪২. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহবান করা এবং কি অবস্থায় তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়? নবী ﷺ কায়সার ও কিস্‌রা-এর কাছে যা লিখেছিলেন এবং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া

٢٧٣٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ

banglainternet.com

قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৭৩৭ আলী ইব্ন জা'দ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ রোমের (সম্রাটের) প্রতি লেখার ইচ্ছা করেন। তখন তাকে বলা হলো যে, তারা মোহরকৃত পত্র ছাড়া পাঠ করে না। তারপর তিনি রূপার একটি মোহর নির্মাণ করেন। আমি এখনো যেন তাঁর হাতে এর শুভ্রতা দেখছি। তিনি তাতে খোদাই করেছিলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"।

٢٧٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرٰى خَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ

২৭৩৮ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্রসহ কিস্‌রার কাছে (দূত) পাঠালেন এবং দূতকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বাহরাইনের শাসনকর্তার হাওলা করে। পরে বাহরায়নের শাসনকর্তা তা কিসরার কাছে পৌঁছিয়ে দেন। কিস্‌রা যখন তা পড়ল তা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলল। আমার মনে হয়, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দুআ করেন, যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়।

١٨٤٣. بَابُ دُعَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَالنُّبُوَّةِ وَاَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

১৮৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও নবুওয়াতের দিকে নবী ﷺ -এর আহবান আর মানুষ যেন আল্লাহ ছাড়া তাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিক্‌মাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে যে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও। তা তার জন্য শোভনীয় নয়। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ ঃ ৭৯)

banglainternet.com

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهُ اِلٰى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ جُنُوْدَ فَارِسَ مَشٰى مِنْ حِمْصَ اِلٰى اِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا اَبْلَاهُ اللّٰهُ ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ قَرَأَهُ الْتَمِسُوْا لِيْ هَاهُنَا اَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِاَسْاَلَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوْا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُوْلَ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ ، فَانْطُلِقَ بِيْ وَبِاَصْحَابِيْ ، حَتّٰى قَدِمْنَا اِيْلِيَاءَ فَاُدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ فِيْ مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ ، وَاِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ، فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانُ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ اِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّيْ وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِيْ ، فَقَالَ قَيْصَرُ اَدْنُوْهُ ، وَاَمَرَ بِاَصْحَابِيْ فَجُعِلُوْا خَلْفَ ظَهْرِيْ عِنْدَ كَتِفِيْ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لِاَصْحَابِهِ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَاِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاللّٰهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ اَنْ يَاْثُرَ اَصْحَابِيْ عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِيْنَ سَاَلَنِيْ عَنْهُ وَلٰكِنِّيْ اسْتَحْيَيْتُ اَنْ يَاْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّيْ فَصَدَقْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هٰذَا الرَّجُلِ فِيْكُمْ ؟ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ ، قَالَ فَهَلْ

banglainternet.com

قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ ، قُلْتُ لاَ : فَقَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لاَ ، قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلْتُ لاَ : قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ فَيَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ ؟ قُلْتُ ، بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ ؟ قُلْتُ لاَ : قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلْتُ لاَ : وَنَحْنُ الاٰنَ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ اَنْ يَغْدِرَ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنِّيْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا اَنْتَقِصُهُ بِهِ لاَ اَخَافُ اَنْ تُؤْثَرَ عَنِّيْ غَيْرُهَا ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتْ دُوَلاً وَسِجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْاُخْرٰى ، قَالَ فَمَاذَا يَاْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ يَاْمُرُنَا اَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ اِنِّيْ سَاَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ ذُوْ نَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَاْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ ، لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَاَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ

banglainternet.com

فِيْـــــهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ اَحَدٌ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُوْنَ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ اَنْ قَدْ فَعَلَ اَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُوْنُ دُوَلاً ، وَيُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُوْنَ عَلَيْـهِ الْاُخْرٰى ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى وَتَكُوْنُ لَهَا الْعَاقِبَةُ ، وَسَاَلْتُكَ بِمَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ ، قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ ، قَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلٰكِنْ لَمْ اَظُنَّ اَنَّهُ مِنْكُمْ ، وَاِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوْشِكُ اَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ اَرْجُوْ اَنْ اَخْلُصَ اِلَيْـهِ ، لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْـهِ ، قَالَ اَبُوْ سُفْـيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْـهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ، سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ : فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ ، اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَاَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِيْسِيِّيْنَ ، وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ، قَالَ اَبُوْ سُفْـيَانَ : فَلَمَّا اَنْ قَضٰى مَقَالَتَهُ عَلَتْ اَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّوْمِ ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلاَ اَدْرِيْ مَاذَا قَالُوْا ، وَاُمِرَ بِنَا فَاُخْرِجْنَا فَلَمَّا اَنْ خَرَجْتُ مَعَ اَصْحَابِيْ وَخَلَوْتُ بِهِمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ اَمِرَ اَمْـرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ ، هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ : وَاللّٰهِ مَا زِلْتُ ذَلِيْلاً مُسْتَيْقِنًا بِاَنَّ اَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ قَلْبِيَ الْاِسْلاَمَ وَاَنَا كَارِهٌ

banglainternet.com

২৭৩৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কায়সারকে ইসলামের প্রতি আহবান সম্বলিত চিঠি লেখেন এবং দেহইয়া কালবীর (রা)-এর মারফত সে চিঠি পাঠান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যেন তা বুসরার গভর্নরের কাছে অর্পণ করেন, যাতে তিনি তা কায়সারের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ যখন পারস্যের সৈন্য বাহিনীকে কায়সারের এলাকা থেকে হটিয়ে দেন, তখন আল্লাহর অনুগ্রহের এই শুকরিয়া হিসাবে কায়সার হিম্‌স থেকে পায়ে হেঁটে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করেন। এ সময় তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিঠি এসে পৌঁছলে তা পাঠ করে তিনি বললেন যে, তাঁর গোত্রের কাউকে খোঁজ কর যাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, সে সময় আবূ সুফিয়ান (রা) কুরাইশদের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। এ সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে সন্ধির যুগ। আবূ সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন যে, কায়সারের সেই দূতের সঙ্গে সিরিয়ার কোন স্থানে আমাদের দেখা হলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথীসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেল। তারপর আমাদের কায়সারের দরবারে হাজির করা হলো। তখন কায়সার মুকুট পরিধান করে রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর পার্শ্বে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদের জিজ্ঞাসা কর, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন, এদের মধ্যে তাঁর নিকটাত্মীয় কে? আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমি তাঁর সবার্ধিক নিকটতম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তা রয়েছে? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাতো ভাই। সে সময় উক্ত কাফেলায় আমি ছাড়া আবদ মানাফ গোত্রের আর কেউ ছিল না। কায়সার বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর বাদশাহর নির্দেশে আমার সকল সঙ্গীকে আমার পেছনে কাঁধের কাছে সমবেত করা হল। এরপর কায়সার দোভাষীকে বললেন, লোকটির সাথীদের জানিয়ে দাও, আমি তার কাছে সেই লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যিনি নবী বলিয়া দাবী করেন। যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এ ব্যাপারে লজ্জাবোধ না করতাম যে, আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, তাহলে তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী সম্পর্কিত কিছু (মিথ্যা) কথা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রচার করবে। ফলে আমি সত্যই বললাম। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের মধ্যে নবীর বংশ মর্যাদা কিরূপ? আমি বললাম, আমাদের মধ্যে তিনি উচ্চ বংশীয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বংশের অন্য কোন লোক কি ইতিপূর্বে এরূপ দাবী করেছে? জাবাব দিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর এ নবুওয়াতের আগে কোন সময় কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে তোমরা অভিযুক্ত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনে প্রবেশ করার পর কেউ কি সে দীনের প্রতি অপছন্দ করে তা পরিত্যাগ করেছে? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তির মেয়াদে আছি এবং আশঙ্কা করছি যে, তিনি তা ভঙ্গ করতে পারেন। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আমার বক্তব্যে এই কথা ব্যতীত এমন কোন কথা লুকানো সম্ভব হয়নি। যাতে রাসূল ﷺ -কে খাট করা হয় আর আমার প্রতি অপপ্রচারের আশংকা না হয়। কায়সার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে এবং তিনি কি তোমাদের বিরুদ্ধে কখনে যুদ্ধ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি

banglainternet.com

বললাম, যুদ্ধ কূয়ার বালতির মত। কখনো তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হন, কখনো আমরা তাঁর উপর বিজয়ী হই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বিষয়ে আদেশ করেন ? আমি বললাম, তিনি আমাদের আদেশ করেন, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না করতে। আমদের পিতৃ পুরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তিনি সে সবের ইবাদত করতে আমাদের নিষেধ করেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে; সাদ্‌কা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে এবং আমানত আদায় করতে। আমি তাকে এসব জানালে তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে বলো, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বলেছ যে, তিনি উচ্চ বংশীয়। সেরূপই রাসূলগণ, তাঁদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হন। আমি তোমাদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের দাবী করেছে? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলে থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি, তাঁর এ (নবুওয়্যাত) দাবীর পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলে? তুমি বলেছ, না। এতে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন, এমন হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলেছ, না। আমি বলছি, যদি তাঁর পিতৃ পুরুষদের কেউ বাদশাহ থাকতো, তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃ পুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল (শ্রেণীর) লোকেরা? তুমি বলেছ, দুর্বলরাই। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের (দুর্বল) লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এভাবেই (বাড়তে বাড়তে) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এরূপই হয়ে থাকে, যখন তা হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে, তখন কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি চুক্তিভঙ্গ করেন? তুমি বলেছ, না। ঠিকই রাসূলগণ কখনো চুক্তিভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন? তুমি বলেছ, করেছেন। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার লড়াই কূপের বালতির মতো। কখনো তোমরা তাঁর উপর জয়ী হয়েছ, আবার কখনো তিনি তোমাদের উপর জয়ী হয়েছেন। এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূল হয়। আমি আরো জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কি কি বিষয়ে আদেশ করে থাকেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের আদেশ করেন যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক না কর। আর তিনি তোমাদের পিতৃপুরষেরা যে সবের ইবাদত করত তা থেকে নিষেধ করেন আর তোমাদের নির্দেশ দেন, সালাত আদায় করতে, সাদ্‌কা দিতে, পূত পবিত্র থাকতে, চুক্তি পালন করতে, আমানত আদায় করতে। এসব নবীগণের গুণাবলী। আমি জানতাম, তাঁর আগমন ঘটবে। কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন, সে ধারণা আমার ছিল না। তুমি যা যা বললে, তা যদি সত্য হয়, তবে অচিরেই তিনি আমার এই পায়ের নীচের জায়গার মালিক হয়ে যাবেন। আমি যদি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তবে কষ্ট করে তাঁর সাক্ষাতের চেষ্টা করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তবে তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, তারপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে ছিলঃ

banglainternet.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি ...যারা হিদায়াতের

অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে রোমের সমস্ত প্রজার পাপ আপনার উপর বর্তাবে। 'হে কিতাবীগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ না করে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।' আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, তার কথা শেষ হলে তার পার্শ্বের রোমের পদস্থ ব্যক্তিরা চিৎকার করতে লাগল এবং হৈ চৈ করতে লাগল। তারা কি বলছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এবং নির্দেশক্রমে আমাদের বের করে দেয়া হলো। আমি সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে একান্তে মিলিত হয়ে, তাদের বললাম, নিশ্চয় মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপার তো বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই যে রোমের বাদশাহ তাঁকে ভয় করছে। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরপর থেকে আমি অপমানবোধ করতে লাগলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, মুহাম্মদের দাওয়াত অচিরেই বিজয় লাভ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন, অথচ তখনও আমি তা অপছন্দ করছিলাম।

٢٧٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ ، فَقَامُوْا يَرْجُوْنَ لِذٰلِكَ اَيُّهُمْ يُعْطٰى ، فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوْا اَنْ يُعْطٰى فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ ، فَاَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَاَ مَكَانَهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْئٌ ، فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يُهْدٰى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

২৭৪০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).....সাহল ইব্‌ন সা'আদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় অর্জিত হবে। এরপর কাকে পতাকা দেয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলী কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলীকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোন অসুখই ছিল না। তখন আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং

banglainternet.com

তাদের করণীয় সম্বন্ধে তাদের অবহিত কর। আল্লাহ্‌র কসম, যদি একটি লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চাইতেও শ্রেয়।

٢٧٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً

২৭৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে সকাল হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। আমরা খায়বারে রাত্রিকালে পৌঁছলাম।

٢٧٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا غَزَا بِنَا ..... ح -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لاَ يُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

২৭৪২ কুতাইবা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাতে সেখানে পৌঁছলেন। তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করেন না। যখন সকাল হলো ইয়াহুদীরা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে বের হল এবং যখন নবী ﷺ -কে দেখতে পেলো, তখন তারা বলে উঠল, মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ তাঁর পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত। নবী ﷺ তখন আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং বললেন, খায়বার ধ্বংস হল, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন জনপদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃতদের সকাল কত মন্দ!

banglainternet.com

٢٧٤٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ

الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৭৪৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে হিফাজত করে নিল। অবশ্য ইসলামের বিধান আলাদা, আর তার (প্রকৃত) হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

١٨٤٤. بَابُ مَنْ اَرَادَ غَزْوَةً فَوَرّٰى بِغَيْرِهَا وَمَنْ اَحَبَّ الْخُرُوْجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

১৮৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধের ইচ্ছা করে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন করে রাখে আর যে বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পছন্দ করে

٢٧٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةً اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا

২৭৪৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন কা'বের পুত্রদের মধ্যে পথপ্রদর্শক, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন।

٢٧٤٥ ح وَ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيْدُ غَزْوَةً يَغْزُوْهَا اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَغَزَاهَا

banglainternet.com

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا ، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيْرٍ ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوْا اُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ ، وَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يُرِيْدُ ، وَعَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِذَا خَرَجَ فِيْ سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

২৭৪৫ আহ্মদ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে তা গোপন রাখতেন কিন্তু যখন তাবুক যুদ্ধ এল, যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন, প্রচণ্ড গরম এবং সম্মুখীন হলেন দীর্ঘ সফরের ও মরুময় পথের আর অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলায় অগ্রসর হলেন। তাই তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি প্রকাশ করলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধের লক্ষ্যস্থল সবাইকে জানিয়ে দিলেন। আর ইউনুস (র) যুহরী (র) সূত্রে কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন সফরে যাবার ইচ্ছা করতেন তখন বেশীর ভাগ সময় বৃহস্পতিবারেই রওয়ানা করতেন।

٢٧٤٦ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ

২৭৪৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রা).....কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হন আর বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পছন্দ করতেন।

١٨٤٥. بَابُ الْخُرُوْجِ بَعْدَ الظُّهْرِ

১৮৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ যুহরের পর সফরে বের হওয়া

٢٧٤٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا

banglainternet.com

২৭৪৭ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাতে যুহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছে দু'রাকআত আসর সালাত আদায় করেন। আমি তাদের হজ্জ ও উমরা উভয়টির তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

١٨٤٦. بَابُ الْخُرُوْجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

১৮৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ মাসের শেষ ভাগে সফরে রওয়ানা হওয়া। কুরাইব (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুল-কা'দার পাঁচ দিন থাকতে মদীনা থেকে রওয়ানা হন এবং যুল-হিজ্জার ৪ তারিখে মক্কায় পৌঁছেন।

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرٰى اِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْيٰى فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ اَتَتْكَ وَاللّٰهِ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ

২৭৪৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুল-কাদার ৫ রাত থাকতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ আদায় ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিলেন যাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নেই, তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়িশা (রা) বলেন, কুরবানীর দিন আমাদের নিকট গরুর গোশ্‌ত পৌঁছানো হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কিসের? বলা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম বর্ণনাকারিণী এ হাদীসটি আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

١٨٤٧. بَابُ الْخُرُوْجِ فِيْ رَمَضَانَ

১৮৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে সফর করা

٢٧٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৭৪৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযান মাসে সফরে বের হন এবং সিয়াম পালন করেন। যখন তিনি কাদীদ নামক স্থানে পৌছলেন তখন সিয়াম ছেড়ে দেন। সুফিয়ান (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, এটা যুহরী (র)-এর উক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশেষ কার্যই গ্রহণযোগ্য।

١٨٤٨. بَابُ التَّوْدِيْعِ عِنْدَ السَّفَرِ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ ، وَقَالَ لَنَا اِنْ لَقِيْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّارِ ، قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ ، فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحَرِّقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ ، وَاِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اِلَّا اللّٰهُ فَاِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا

১৮৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ সফরকালে বিদায় দান করা। ইব্ন ওহব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের দু'জন লোকের নামোল্লেখ করে আমাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অমুক ও অমুকের সাক্ষাত পাও তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তারপর আমরা রওয়ানা করার প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলতে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আগুনের মাধ্যমে শাস্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো অধিকার নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হও, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে।

banglainternet.com

١٨٤٩. بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

১৮৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের কথা শুনা ও আনুগত্য করা যতক্ষণ সে গুনাহর কাজের নির্দেশ না দেয়

٢٧٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

২৭৫০ মুসাদ্দাদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'পাপ কার্যের আদেশ না করা পর্যন্ত ইমামের কথা শোনা ও তার আদেশ মান্য করা অপরিহার্য। তবে পাপ কার্যের আদেশ করা হলে তা শোনা ও আনুগত্য করা যাবে না।'

١٨٥٠. بَابُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

১৮৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা ও তাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা

٢٧٥١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ ، وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ، وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ ، وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ ، وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ اَجْرًا ، وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

২৭৫১ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমরা সর্বশেষে আগমনকারী (পৃথিবীতে) সর্বাগ্রে প্রবেশকারী (জান্নাতে)। আর এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন,) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী

banglainternet.com

করল আর যে ব্যক্তি (শরীয়ত স্বীকৃত) আমীরের আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে ব্যক্তি আমারই নাফরমানী করল। ইমাম তো ঢাল স্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ এবং তাঁরই মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জন করা হয়। অনন্তর যদি সে আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর যদি সে এর বিপরীত করে তবে এর মন্দ পরিণতি তার উপরই বর্তাবে।

١٨٥١. بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُّوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

১৮৫১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়আত করা। আর কেউ বলেছেন, মৃত্যুর উপর বায়আত করা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার নিকট বৃক্ষতলে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। ৪৮ ঃ ১৮

٢٧٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ، فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ لاَ بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ

২৭৫২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আমাদের মধ্য হতে দু'জন লোকও যে বৃক্ষের নীচে আমরা বায়আত করেছিলাম সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে সক্ষম হয় নি। তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি নাফি (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে,তাঁদের নিকট হতে কিসের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল? তা কি মৃত্যুর উপর?' তিনি বললেন, 'না, বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট হতে অটল থাকার উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।'

٢٧٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ اَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ لَهُ اِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقَالَ لاَ اُبَايِعُ عَلٰى هٰذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

২৭৫৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হার্‌রা নামক যুদ্ধের সময়ে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, 'ইব্ন হানযালা (রা) মানুষের নিকট থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পর আমি তো কারো নিকট এরূপ বায়আত করব না।

٢٧٥٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ اِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا اِبْنَ الْاَكْوَعِ اَلاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ وَاَيْضًا : فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ عَلَى اَىِّ شَيْئٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

২৭৫৪ মাক্কী ইব্ন ইব্‌রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। তারপর আমি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে গেলাম। মানুষের ভীড় কমে গেলে, (তাঁর নিকট উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, 'ইব্ন আকওয়া! তুমি কি বায়আত করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো বায়আত করেছি।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আরেকবার হোক না।' তখন আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়আত করলাম। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবূ মুসলিম! সেদিন তোমরা কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত করেছিলে?' তিনি বললেন, 'মৃত্যুর উপর।'

٢٧٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدًا

فَاَجَابَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ :

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَه + فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

২৭৫৫ হাফস ইব্ন উমর (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধের দিন আবৃত্তি করছিলেন ঃ "আমরাই হচ্ছি সে সকল লোক, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হস্তে জিহাদ করার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তদুত্তরে ইরশাদ করেন ঃ হে আল্লাহ্! আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ হচ্ছে প্রকৃত সুখ; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মানিত করুন।

banglainternet.com

٢٧٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِابْنِ اَخِىْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاَهْلِهَا ، فَقُلْتُ عَلَامَ تُبَايِعُنَا ، قَالَ عَلَى الْاِسْلَامِ وَالْجِهَادِ

২৭৫৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার ভাতিজাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমাদেরকে হিজরতের উপর বায়আত নিন।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'হিজরত তো হিজরতকারীগণের জন্য অতীত হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'তাহলে আপনি আমাদের কিসের উপর বায়আত নিবেন?' তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন, 'ইসলাম ও জিহাদের উপর।'

١٨٥٢. بَابُ عَزْمِ الْاِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيْمَا يُطِيْقُوْنَ

১৮৫২. পরিচ্ছেদ ঃ জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য ইমামের নির্দেশ পালন

٢٧٥٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ اَتَانِى الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَاَلَنِىْ عَنْ اَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا اَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا ، يَخْرُجُ مَعَ اُمَرَائِنَا فِى الْمَغَازِىْ ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِىْ اَشْيَاءَ لاَ يُحْصِيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِلاَّ اَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَعَسٰى اَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِىْ اَمْرٍ اِلاَّ مَرَّةً حَتّٰى تَفْعَلَهُ وَاَنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللّٰهَ ، وَاِذَا شَكَّ فِىْ نَفْسِهِ شَيْءٌ سَاَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَاَوْشَكَ اَنْ لاَ تَجِدُوْهُ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ مَا اَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِىَ كَدَرُهُ

২৭৫৭ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র).....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আজ আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি আগমন করে। সে আমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করে, যার উত্তর কি দিব, তা আমার বুঝে আসছিল না।' লোকটি বললো, 'বলুন তো, এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধে বের হল। কিন্তু সেই আমীর এমন সব নির্দেশ দেন যা পালন করা সম্ভব নয়। আমি

banglainternet.com

বললাম, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? হ্যাঁ, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সাধারণত আমাদেরকে কোন বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু একবার মাত্র এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমরা তা পালন করেছিলাম। আর তোমাদের যে কেউ ততক্ষণ ভাল থাকবে, যতক্ষণ সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। আর যখন সে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়বে, তখন সে এমন ব্যক্তির নিকট প্রশ্ন করে নিবে, যে তাকে সন্দেহ মুক্ত করে দিবে। আর সে যুগ অত্যাসন্ন যে, তোমরা এমন লোক পাবে না। শপথ সেই সত্তার যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। দুনিয়ায় যা অবশিষ্ট রয়েছে, তার উদাহরণ এরূপ যেমন একটি পুকুরের মধ্যে পানি সঞ্চিত হয়েছে। এর স্বচ্ছ পানি তো পান করা হয়েছে, আর নীচের ঘোলা পানি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে।

١٨٥٣. بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

১৮৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ যদি দিনের শুরুতে যুদ্ধ আরম্ভ না করতেন, তবে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ বিলম্ব করতেন

٢٧٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ مُوسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي أَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيْهَا انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ، ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

২৭৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).....উমর ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম ও তার কাতিব সালিম আবূ নাযর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) তার মনিবের নিকট পত্র লিখেন যা আমি পাঠ করলাম, তাতে ছিল যে, শত্রুদের সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ হে লোক সকল! শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দু'আ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! কুরআন

banglainternet.com

অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্যদলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

١٨٥٤. بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ ، لِقَوْلِهِ : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ

১৮৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির ইমামের অনুমতি গ্রহণ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছে, আর যখন তারা তাঁর সঙ্গে কোন সমষ্টিগত বিষয়ে একত্রিত হয়, তখন তাঁরা তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে চলে যায় না। (২৪ ঃ ৬২)

٢٧٥٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ اَعْيَا فَلَا يَكَادُ يَسِيْرُ ، فَقَالَ لِيْ مَا لِبَعِيْرِكَ قَالَ قُلْتُ اَعْيٰى قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَجَرَهٗ وَدَعَالَهٗ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْاِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِيْ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ اَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ اَفَتَبِيْعُنِيْهِ ، قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهٗ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَبِعْنِيْ قَالَ فَبِعْتُهٗ اِيَّاهُ عَلٰى اَنَّ لِيْ فَقَارَ ظَهْرِهٖ حَتّٰى اَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ عَرُوْسٌ فَاسْتَاْذَنْتُهٗ فَاَذِنَ لِيْ فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِيْ خَالِيْ فَسَاَلَنِيْ عَنِ الْبَعِيْرِ فَاَخْبَرْتُهٗ بِمَا صَنَعْتُ فِيْهِ فَلَامَنِيْ، قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيْ حِيْنَ اسْتَاْذَنْتُهٗ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا ، فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوُفِّيَ وَالِدِيْ اَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِيْ اَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِيْ ثَمَنَهٗ وَرَدَّهٗ عَلَيَّ ، قَالَ الْمُغِيْرَةُ هٰذَا

banglainternet.com

فِىْ قَضَائِنَا حَسَنٌ لاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا

২৭৫৯ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ পরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হন; আমি তখন আমার পানি-সেচের উটনীর উপর আরোহী ছিলাম। উটনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; এটি মোটেই চলতে পারছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উটের কি হয়েছে? আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটনীটির পেছন দিক থেকে গিয়ে উটনী-টিকে হাঁকালেন এবং এটির জন্য দুআ করলেন। এরপর এটি সবক'টি উটের আগে আগে চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার উটনীটির কিরূপ মনে হচ্ছে? আমি বললাম, ভালই। এটি আপনার বরকত লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটি আমার নিকট বিক্রয় করবে? তিনি বলেন, আমি মনে মনে লজ্জাবোধ করলাম। (কারণ) আমার নিকট এ উটটি ব্যতীত পানি বহনকারী অন্য কোন উটনী ছিল না। আমি বললাম, হ্যাঁ (বিক্রয় করব)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে আমার নিকট বিক্রয় কর। অনন্তর আমি উটনীটি তাঁর নিকট এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ। তারপর আমি তাঁর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি লোকদের আগে আগে চললাম এবং মদীনায় পৌঁছে গেলাম। তখন আমার মামা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমাকে উটনী সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলেন। আমি তাকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম যা আমি করেছিলাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আর যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বল-লেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলাধূলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলাধূলা করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছোট ছোট বোন রয়েছে। তাই আমি তাদের সমবয়সের কোন মেয়ে বিবাহ্ করা পছন্দ করিনি; যে তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিতে পারবে না এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই আমি একজন পূর্ব বিবাহ হয়েছে এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি; যাতে সে তাদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসেন, পরদিন আমি তাঁর নিকট উটনীটি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে এর মূল্য দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিলেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমাদের বিবেচনায় এটি উত্তম। আমরা এতে কোন দোষ মনে করি না।

١٨٥٥. بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

১৮৫৫. পরিচ্ছেদ : সদ্য বিবাহিত অবস্থায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে জাবির (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٥٦. بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ নববিবাহিত ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম মিলনের পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٥٧. بَابُ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

১৮৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির সময় ইমামের (সকলের আগে) অগ্রসর হওয়া

٢٧٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৭৬০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনায় ভীতির সঞ্চার হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং বলেন যে, আমি তো ভয়ের কিছু দেখতে পেলাম না। তবে আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।

١٨٥٨. بَابُ السُّرْعَةِ وَالرُّكْضِ فِي الْفَزَعِ

১৮৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির সময় তাড়াতাড়ি করা ও দ্রুত ঘোড়া চালনা করা

٢٧٦١ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

২৭৬১ ফায্ল ইব্ন সাহল (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর মন্থরগতি সম্পন্ন একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন এবং একাকী ঘোড়াটিকে হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। লোকেরা তখন তাঁর পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলল। (ফিরে এসে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিছুই না, তোমরা ভয় করো না। এ ঘোড়াটি তো দ্রুতগামী। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন হতে আর কখনো সে ঘোড়াটি কারো পেছনে পড়েনি।

banglainternet.com

١٨٥٩. بَابُ الْخُرُوْجِ فِى الْفَزَعِ وَحْدَهُ

১৮৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ ভয়-ভীতির সময় একা বের হওয়া

١٨٦٠. بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ فِى السَّبِيْلِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ الْغَزْوُ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اُعِيْنَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِىْ قُلْتُ قَدْ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَىَّ ، قَالَ اِنَّ غِنَاكَ لَكَ ، وَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ مَالِىْ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَالَ عُمَرُ اِنَّ نَاسًا يَأْخُذُوْنَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوْا ، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُوْنَ ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِمَالِهِ حَتّٰى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا اَخَذَ ، وَقَالَ طَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ اِذَا دُفِعَ اِلَيْكَ شَيْئٌ تَخْرُجُ بِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ اَهْلِكَ

১৮৬০. পরিচ্ছেদ ঃ কাউকে পারিশ্রমিক দানপূর্বক নিজের পক্ষ হতে যুদ্ধ করানো এবং আল্লাহ্‌র রাহে সাওয়ারী দান করা। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম, আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাই। আমি বললাম, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তিনি, (ইব্‌ন উমর (রা)) বললেন, তোমার স্বচ্ছলতা তোমার জন্য। আমি চাই, আমার কিছু সম্পদ এ পথে ব্যয় হোক। উমর (রা) বলেন, এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জিহাদ করার জন্য (বায়তুলমাল হতে) অর্থ গ্রহণ করে, পরে জিহাদ করে না। যারা এরূপ করে, আমরা তার সম্পদে অধিক হকদার এবং আমরা তা ফেরত নিয়ে নিব, যা সে গ্রহণ করেছে। তাউস ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, যখন আল্লাহ্‌র রাহে বের হওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দান করা হয়, তা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার আর তোমার পরিবার-পরিজনের কাছেও রেখে দিতে পার

٢٧٦٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَرَاَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَشْتَرِيْهِ ، فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ

২৭৬২ হুমায়দী (র).....উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাহে একটি অশ্ব আরোহণের জন্য দান করেছিলাম। তারপর আমি তা বিক্রয় হতে দেখতে পাই। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি তা ক্রয় করে নিব?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'না, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (প্রদত্ত) সাদ্‌কা ফেরত নিও না।'

banglainternet.com

٢٧٦٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَاَرَادَ اَنْ يَّبْتَاعَهُ ، فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ

২৭৬৩ ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জনৈক অশ্বারোহীকে আল্লাহ্র রাহে একটি অশ্ব দান করেন। এরপর তিনি দেখতে পান যে, তা বিক্রয় করা হচ্ছে। তখন তিনি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, 'তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার প্রদত্ত স্বাদ্কা ফেরত নিও না।'

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَالِحٍ ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ حَمُوْلَةً وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَىَّ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ ، وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ قَاتَلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ

২৭৬৪ মুসাদ্দাদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করতাম, তবে আমি কোন সেনা অভিযান থেকে পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি তো (সকলের জন্য) সাওয়ারী সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারী পাচ্ছি না যার উপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে। আমি তো এটাই কামনা করি যে, আমি আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করব এবং শহীদ হয়ে যাবো, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে এবং আমি পুনরায় শহীদ হবো। এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে।

١٨٦١. بَابُ الْاَجِيْرِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ يُقْسَمُ لِلْاَجِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَاَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَخَذَ مِائَتَيْنِ وَاَعْطٰى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

banglainternet.com

১৮৬১. পরিচ্ছেদ ঃ মজুরী গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করা। হাসান বসরী ও ইব্ন সীরীন (র) বলেন, মজদুরকেও গনীমত লব্ধ সম্পদে অংশ দান করা হবে। আতিয়্যা ইব্ন কায়েস (রা) জনৈক ব্যক্তি থেকে একটি অশ্ব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, গনীমত লব্ধ সম্পদে প্রাপ্ত অংশ অর্ধেক করে বন্টিত হবে। তিনি অশ্বটির অংশে চারশ' দীনার লাভ করেছিলেন। তখন তিনি দু'শ দীনার গ্রহণ করেন এবং দু'শ দীনার অশ্বের মালিককে দিয়ে দেন

٢٧٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَحَمَلْتُ عَلٰى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْثَقُ اَعْمَالِيْ فِيْ نَفْسِيْ فَاسْتَأْجَرْتُ اَجِيْرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَهْدَرَهَا فَقَالَ اَيَدْفَعُ يَدَهُ اِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

২৭৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .....ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। আমি একটি জওয়ান উট (জিহাদে) আরোহণের জন্য (জনৈক ব্যক্তিকে) দেই। আমার সঙ্গে এটিই ছিল আমার অধিক নির্ভরযোগ্য কাজ। আমি এক ব্যক্তিকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করলাম। তখন সে এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, একজন অপরজনের হাত কামড়িয়ে ধরে সে তার হাত কামড়দাতার মুখ হতে সজোরে বের করে আনে। ফলে তার সামনের দাত উপড়ে আসে। উক্ত ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দাঁতের কোন প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন নি। আর তিনি বললেন, সে কি তার হাতটিকে তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তাকে উটের ন্যায় কামড়াতে থাকবে।

١٨٦٢. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ لِوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর পতাকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

٢٧٦٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ثَعْلَبَةُ بْنُ اَبِيْ مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ

banglainternet.com

২৭৬৬ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারিয়ম (র) .....কায়েস ইব্‌ন সাদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পতাকা বহনকারী, তিনি হজ্জের সংকল্প করেন, তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়িয়ে নিলেন।

٢٧٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ خَيْبَرَ ، وَكَانَ بِهٖ رَمَدٌ ، فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِىٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ فَتَحَهَا فِىْ صَبَاحِهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ ، اَوْ قَالَ لَيَاْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، اَوْقَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِىٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ ، فَقَالُوْا هٰذَا عَلِىٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

২৭৬৭ কুতাইবা ইব্‌নে সাঈদ (র) .....সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পেছনে থেকে যান, (কারণ) তাঁর চোখে অসুখ হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পিছিয়ে থাকব ? এরপর আলী (রা) বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ -এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। যখন সে রাত এল, যে রাত শেষে সকালে আলী (রা) খায়বার জয় করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা অর্পণ করব, কিংবা (বলেন) আগামীকাল এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালবাসেন। অথবা তিনি বলেছিলেন, যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে। আল্লাহ্ তাআলা তারই হাতে খায়বার বিজয় দান করবেন। হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, আলী (রা) এসে উপস্থিত, অথচ আমরা তাঁর আগমন প্রত্যাশা করিনি। তারা বললেন, এই যে আলী (রা) এসে গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পতাকা অর্পণ করলেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁরই হাতে খায়বারের বিজয় দান করলেন।

٢٧٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَاهُنَا اَمَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ

banglainternet.com

২৭৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) .....ইব্‌নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি যুবাইর (রা)-কে বলেছিলেন, এখানেই কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে পতাকা পুঁতে রাখতে আদেশ করেছিলেন?

١٨٦٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ قَالَهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি ঃ এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে (শত্রুর মনে) ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করব। যেহেতু তারা আল্লাহ্র শরীক করেছে। ৩ ঃ ১৫১ (এ প্রসঙ্গে) জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدَيَّ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا

২৭৬৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য বলার শক্তি সহ আমি প্রেরিত হয়েছি এবং শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চারের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার আমি নিদ্রায় ছিলাম, এমতাবস্থায় পৃথিবীর ধনভাণ্ডার সমূহের চাবি আমার হাতে অর্পণ করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো চলে গেছেন আর তোমরা তা বের করছ।

٢٧٧٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ وَهُوَ بِاِيْلِيَاءَ ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ ، فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِاَصْحَابِيْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ اَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ

banglainternet.com

২৭৭০ আবুল ইয়ামান (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে আবূ সুফিয়ান জানিয়েছেন, (রোম সম্রাট) হিরাক্ল (হিরাক্লিয়াস) আমাকে ডেকে পাঠান। তখন তিনি ইলিয়া (বর্তমান ফিলিস্তিন) নামক

স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারপর সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রখানি আনতে আদেশ করেন, যখন পত্র পাঠ সমাপ্ত হল, তখন বেশ হৈ চৈ ও শোরগোল পড়ে গেল। এরপর আমাদেরকে (দরবার হতে) বাইরে নিয়ে আসা হল। তখন আমি আমার সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বললাম, যখন আমরা বহিষ্কৃত হচ্ছিলাম, আবূ কাবশার পুত্রের[১] বিষয়ের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। রোমের বাদশাহও তাঁকে ভয় করে।

١٨٦٤. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

১৮৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পাথেয় বহন করা। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে। আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২ ঃ ১৯৭

٢٧٧١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِىْ اَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُهَاجِرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ، قَالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ ، وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُ بِهِ اِلَّا نِطَاقِىْ، قَالَ فَشُقِّيْهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِىْ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالْاٰخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ

২৭৭১ উবাইদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাথেয় গুছিয়ে দিয়েছিলাম, যখন তিনি মদীনায় হিজরত করার সংকল্প করেছিলেন। আসমা (রা) বলেন, আমি তখন মালপত্র কিংবা পানির মশক বাঁধার জন্য কিছুই পাচ্ছিলাম না। তখন আবূ বকর (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার কোমর বন্ধনী ব্যতীত বাঁধার কিছুই পাচ্ছি না। আবূ বকর (রা) বললেন, একে দ্বিখণ্ডিত কর। এক খণ্ড দ্বারা মশক এবং অপর খণ্ড দ্বারা মালপত্র বেঁধে দাও। আমি তাই করলাম। এজন্যই আমাকে বলা হত দু' কোমর বন্ধনীর অধিকারীণী।

٢٧٧٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ

১. আবূ কাবশা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুধ মা হালীমা (রা)-এর স্বামী ছিলেন। আবূ সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেকার ঘটনা হিসাবে তাচ্ছিল্য করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আবূ কাবশার পুত্র বলেছিলেন।

banglainternet.com

for more ebook click @ banglainternet.com